471 / 10
BENGALI LITERATURE
VERNACULAR LIBRARY
LIBRARY

পদার্থ প্রবোধ প্রথম খণ্ড

ইদানীং

শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মণ
কর্তৃক

সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া

বণিক পুষ্করিণীস্থ
সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৫৬ সাল।

LK 107

ভূমিকা।

এই বিশ্ব মধ্যে তত্ত্ব বিচারক মহাশয়েরা নানাবিধ পুস্তক রচনা বা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন সে সকল পুস্তক বহুমূল্য এবং বাহুল্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় স্বল্পধন বা নির্দ্ধন বিদ্যার্থী অভিনব যুবকবৃন্দের দ্বারা [illegible] নিচন্দ্রোদয় হইতে পারে না, তৎপ্রযুক্ত আমি বহুতর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানা স্থান হইতে সংগ্রহ ও রচনা করিয়া পদার্থ প্রবোধ নামক এই ক্ষুদ্রপুস্তক প্রচার করিলাম যাহাতে অল্পপাঠে ঝটিতি অধিক জ্ঞান বোধ হইতে পারে। এবং তত্ত্বজ্ঞ বা বেদজ্ঞ মহানুভব মহাশয়দিগের সান্নিধানে মদীয় নিবেদন এই যে আপনারা ছল পরিত্যাগ করিয়া এই পুস্তকের সার গ্রহণ করিবেন। ইহাতে

ভূমিকা।

ছাপার ব্যয়ের কারণ মূল্য চারি আনা মাত্র নির্দ্ধারিত করিলাম। যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলিকাতা ইষ্টার আপিসে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন ইতি।

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পত্রাঙ্ক
গুরুবন্দনা।	
জ্ঞানবোধ	১
তত্ত্বান্বেষণ	২
আত্মবিবেক	৩
ধর্মতত্ত্ব	৪
ধর্মোপদেশ প্রথম	৭
ঐ দ্বিতীয়	৯
ঐ তৃতীয়	১০
ঐ চতুর্থ	১১
ঐ পঞ্চম	১৩
ঐ ষষ্ঠম	১৫
ঐ সপ্তম	১৭
ঐ অষ্টম	১৮
ঐ নবম	২০
ঐ দশম	২২
ঐ একাদশ	২৫

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পত্রাঙ্ক
মন শাসন প্রথম	২৮
ঐ দ্বিতীয়	[illegible]
মনের প্রতি চৈতন্য প্রদান প্রথম	৩[illegible]
ঐ ঐ দ্বিতীয়	৩[illegible]
সংসার অসার প্রথম	[illegible]
ঐ দ্বিতীয়	[illegible]
শরীর অনিত্য	৩৮
মনের সন্তোষ	৪২
ক্রিয়ার ফল	৪৩
তত্ত্বপ্রকরণ	৪৪
সার তত্ত্ব	৪৫
জ্ঞানবিবেক	৪৭
মহৌষধি	৪৮
জ্ঞানবাক্য	৪৯
হিতোপদেশ প্রথম	৫১
ঐ দ্বিতীয়	[illegible]
ঐ তৃতীয়	

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পত্রাঙ্ক
শিক্ষোপদেশ চতুর্থ	৫৪
পঞ্চম	৫৭
ষষ্ঠম	৫৯
সপ্তম	৬০
অষ্টম	৬১
আনন্দ এবং উল্লাস	৬৩
সংগীতসার	৭১

গুরুবন্দনা ।

পয়ার । নমোঃ২ গুরুতব চরণ কমলে । তোমা বিনা কে তারিবে এভব হিল্লোলে ॥ কৃপাকর কৃপাময় এ অধম জনে । অনাথস্য দীন বন্ধু কৃপাসিন্ধু দাসে ॥ আমি অতি দুরাশয় নাহি পুণ্য লেশ । শমন ভবনে যদি পাই বহু ক্লেশ ॥ সেই জন্য দয়াময় লইনু স্মরণ । তারিতে হইবে দীনে দিয়া শ্রীচরণ ॥ তোমার স্মরণে হয় শমন দমন । সেই জন্য সাহস মনেতে অনুক্ষণ ॥ দয়াময় নাম তব দয়া সর্ব্বজনে । নিতান্ত ভরসা ইহ আছে মম মনে ॥ পাপে নাহি করি ভয় তাপ কোন ছার । অবহেলে ভবার্ণব সবে হয় পার ॥ নিরানন্দ নাশি কর আনন্দ প্রচার । শ্রীআনন্দচন্দ্র বলে কেহ নাহি আর ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

আরম্ভ।

জ্ঞানবোধ।

পয়ার। মনপাক্ষী আমি তোরে যত্নপূর্বকরে। রাখিতাম নিরন্তর মানস পিঞ্জরে॥ উৎকৃষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম ময় সুধা। পানেতে নিবৃত্ত সদা করিতাম ক্ষুধা॥ তথাপি হইত যদি জঠরের জ্বালা। খাদ্যে হতে গুরুদত্ত তত্ত্বজ্ঞান ছোলা॥ শিব রাম আদি নাম করাইয়া গান। সদা ভাল বাসিতাম প্রাণের সমান॥ সে সুখ অসুখ বোধ হইল অন্তরে। নাদেখি হেন পাড়া কে পড়ালে তোরে॥ ত্যজ্য করে সুখাকর মানস পিঞ্জর। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া নিরন্তর॥ থেকে থাকি মনঃপাক্ষি একি বিড়ম্বনা। বিষম বিষম ফান্দে হইলি বন্ধন। কেমনে ঘটিল

তোরে এমন দুর্গতি। ভাব দেখি অতঃপর কি হইবে গতি॥ সুখ আশে দেশেং বেড়াইলি উড়ে। এখন সংশয় প্রাণ সঙ্কটেতে পড়ে॥ কালরূপ ব্যাধি আসি বধিলেক প্রায়। এঘোর বিপদে আর কি আছে উপায়॥ উপসর্গ কর ভ্রম ঘুচাইয়া ধাঁধাঁ। বল বাবা আত্মারাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা॥

তত্ত্বান্বেষণ।

পয়ার॥ একি রঙ্গ মনোভৃঙ্গ কেন উচাটন। নিরানন্দ মকরন্দ বিনে অনুক্ষণ॥ স্পন্দহীন সদা ধন্দ যেন অন্ধ প্রায়। ভ্রমেতে ভ্রমহ কত আশার আশায়॥ ধৈর্য্যধর ত্যজ্যকর যত আশাবাই। বিষয় পঙ্কজ বনে আর মধু নাই॥ কোন এক স্থান আছে অতি সঙ্কোচিত। তথা সহস্র দল পদ্ম প্রস্ফুটিত॥ বিকুল ব্যাকুল হওনা তুমি আর। শুদ্ধ মনে উদ্ধদৃষ্ট কর একবার॥ সে কমলে যেই মধু রহিয়াছে ভাই। অনুক্ষণ তৃপ্ত ভাবে পান কর তাই॥ অন্য যত

শতং শতদল আছে। সকলি হইবে তুচ্ছ গেলে তার কাছে॥ কিন্তু আছে ভ্রান্তি রূপ কণ্টক মৃণালে। অঙ্গেবিদ্ধ হলে তুমি পড়িবে জঞ্জালে অতএব দেত হইয়া সাবধান। ধাবমান হয়ে গিয়া কর মধু পান॥ দেখিবে সে মকরন্দে আছে কত সুধা। ইঙ্গিতে হইবে ধ্বংস বৈষয়িক ক্ষুধা॥ প্রাপ্ত হবে হেন এক বহু মূল্য ধন। এ পঙ্কজবনে আশা হবে নিবারণ।

আত্ম বিবেক।

পয়ার॥ শুন মন অদ্যাবধি স্বতৎপর হও। শুদ্ধ সত্ত্ব সত্য ধর্ম্ম চেষ্টাকরে লও॥ নিরপেক্ষ হইয়া মত্ত অনিত্য উৎসবে। আশা বৃক্ষে বাসা করে কতকাল রবে॥ অসার বাসার হবে আশার নিপাত। আশাবৃক্ষসার চেষ্টা মুক্তি অচিরাত হলস্থল বাড়ে [illegible] ভাঙ্গিলে বৃক্ষের। সবিশেষ পাতত্রি তখন পা বে টের॥ কোথা রবে আত্ম [illegible] কোথা রবে আশা। মনে হবে এই ভাব কেন হৈল আশা॥ যাত্রাকাল কে জঞ্জাল সার।

জাল কাল। কাল হল কাল সম কোথা মহা কাল॥ কি প্রচণ্ড কালদণ্ড হেরে মুণ্ড ঘোরেশ অধৈর্য্য ধুর্য্যটি ধার্য্য সার মহা ঘোরে॥ এই বেলা উপায় করহ কিছু তার। সে সব দুর্জ্জয় বিপদে হবে পার॥ ওরে মন তখন না হবি যদি সারা। হয় ভাব রাধাকৃষ্ণ নয় ভাব তারা॥ তুমি বল তারা সারা আমি বলি হরি। কলঙ্ক পদার্থ এক অনুভব করি॥ তাহে দ্বিধা হবে দিশা পথ পাওয়া ভার। সর্ব্বং বিষ্ণু ময় জগৎ এই বাক্য সার॥

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পয়ার। মানব জনম মন পাইয়াছ যদি। বিষয়ের বশে কেন ভ্রম নিরবধি॥ পূর্ণ নাহি হয় কভু বিষয়ের আশা। আশায় অশেষং ক্লেশ সুধু কর্ম্ম নাশা॥ আশার অধীন হয়ে বৃথা কাল হর। ক্ষান্তিকে আশ্রয় করি ভ্রান্তি দূর কর॥ শুন ভ্রান্ত ভ্রান্ত হবে ধর্ম্ম রাখ মন। ত্রিলোক প্রপূজ্য ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের ধন॥ চতুর্দ্দশ

ক্ষণের প্রধান ধর্ম্ম আগে। আর তিন ক্ষণ ক্রিয়ে হয় শেষ ভাগে॥ আদরে সাধরে সেই ধর্ম্মের আচার। ঈশ্বর আপনি হন ধর্ম্ম অব তার॥ প্রধান হয়ে সদা ধর্ম্ম পথে যাও। কায় মনোবাক্যেতে ধর্ম্মের গুণ গাও॥ ধর্ম্মের বাজারে গিয়া জাদুহ দোকান। মন তুলে রাখহ যথার্থ পরিমাণ॥ মায়াডোর কাটি খোল জ্ঞানের পশরা। ক্রমেতে বাহির কর শুদ্ধার কটরা॥ পরিস্কৃত কর তাহে দিয়া স্নেহবারি। প্রেমে পূর্ণ করিয়া সাজাও সারি সারি॥ প্রযত্ন পূর্ব্বক সাধু গ্রাহকেরে ধর। মনের আনন্দে বসি বিকি কিনি কর॥ প্রেম দিয়া সাধুস্থানে ভক্তি কিনে লও। প্রবৃত্তির সহিত ভক্তির বশ হও॥ ভক্তি প্রিয় ভগবান ভক্তের অধীন। ভাব কের ভাবস্থে অতি সুকঠিন॥ সর্ব্বসাক্ষী সচেতন সর্ব্ব শ্বর। সর্ব্বসেব্য সর্ব্বব্যাপি [illegible] সর্ব্বদা সয়ম্ভু স্বপ্রকাশ সর্ব্বাং [illegible] [illegible]ধার নিরাধার দ্বিতীয় রহিত॥ [illegible]

সচ্চিদানন্দ সর্ব্বত্র সমান। সর্ব্বদর্শী সদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান॥ অরূপ স্বরূপ বিশ্বরূপ রূপ তাঁর। সকলের আদ্য অন্ত সকলের সার॥ চরাচর আদি করি সব তাঁর মায়া। কেবা কার পুত্র কন্যা কেবা কার জায়া।

। ত্রিপদী। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডঃ সকলি তাঁহার কাণ্ডঃ তাঁহা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি লয়। তিনি, মূল মূলাধারঃ অতি সূক্ষ্ম স্থূলাকারঃ বেদাগম পুরাণেতে কয়॥ ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচরঃ সর্ব্বাত্মক পরাৎপরঃ পরপদ প্রাপ্তির কারণ। যত দেখ কায়াছায়াঃ সকলি তাঁহার মায়াঃ কতরূপ করিলা ধারণ॥ শক্তিশিব নারায়ণঃ গ্রহপতি গজাননঃ এক বস্তু নানারূপ হয়। এলোকে যতেক আছেঃ সম ভাব তাঁর কাছেঃ তৃণ শৈল ন্যূনাধিক নয়॥ সর্ব্বত্র সমান ...ক্তিঃ তাঁহাতে রাখহ ভক্তিঃ যদি চাহ আপ...র হিত। ভবাম্বুধি দুর্নিবারঃ অনায়াসে হবে পারঃ শীঘ্র ভাবে শক্তির সহিত॥

চতুষ্পদী। শুন মন পাবে মুক্তিঃ শক্তি বিনা যাহা মুক্তিঃ আছয়ে শিবের উক্তিঃ ভক্তি যোগে সাধবে। যদি যাবে মোক্ষ ধামেঃ ত্বরা করি অবিরামেঃ আনন্দময়ীর নামেঃ ধ্বজা তুলে বাঁধনা॥ ত্যাজিয়া অনিত্য সুখে কালীর বল সুখেঃ রবিসুত মনোদুঃখেঃ কোন কথা কবেনা পাপ তাপ হবে দূরঃ শমনের দর্প চূরঃ পাইবে আনন্দ পূরঃ কিছু দুঃখ রবেনা॥ ত্যাজ মন মোহমায়ঃ ভবে ভাব ভবজায়াঃ পাবে কালী পদ ছায়ঃ সদানন্দে রহিবে। কালের কামিনী কালীঃ সুখদাত্রী শশি ভালী ঘুচায়ে মনের কালিঃ কোলে করি লইবে॥

মনোপদেশ।

পয়ার। বহু কিছু পতঙ্গেতে পাইয়াছি তোরে। বদ্ধ থাক মনঃপক্ষী মানস পিঞ্জরে॥ খাওয়াইয়া গুরুদত্ত তত্ত্ব জ্ঞান সুধা। নিরন্তর নিবারিব দ্বিধারূপ ক্ষুধা॥ বেড়াইতে দেশেং ভ্রমো আচ্ছাদনে। সে আশা এখন পূর্ণ হইবে

কেমন ॥ জানতো হে পক্ষী এযে কঠিন পিঞ্জর।
ভগ্ন নাহি হবে রবে লগ্ন নিরন্তর ॥ অতএব
মিথ্যা কেন উড়ু২ কর। সাধ্য মতে সিদ্ধি হেতু
উপদেশ ধর ॥ চঞ্চল স্বভাবে এত কেন ওনা
অস্থির। ধৈর্য্য ধরো পক্ষীরাজ চিত্ত কর স্থির
ভ্রম বশে ভ্রমণেতে কিবা লভ্য বল। গৃহে বসে
প্রাপ্ত হবি চতুর্ব্বর্গ ফল ॥ রাধাকৃষ্ণ শিব রাম
আদি সুখ নাম। আলাপনে প্রাপ্ত হবি সদা
নন্দ ধাম ॥ একারণ অনুক্ষণ বলিতেছি তোরে
বল বাবা প্রাণপক্ষী কৃষ্ণ২ হরে ॥ হরেকৃষ্ণ২
কৃষ্ণকৃষ্ণ রাম। ভক্তি ভাবে বদনেতে বল অবি
শ্রাম ॥ যুক্তি যুক্ত সুধাসিক্ত নাম আস্বাদনে।
এছার ঐহিক সুখ তুচ্ছ হবে মনে। পরমার্থ
তত্ত্বজ্ঞান স্পর্শ যদি হয়। অলীক ঐহিক সুখ
রবেনা নিশ্চয় ॥ বিশেষতঃ চিন্তা করে দেখহ
সত্বর। কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য সহোদর ॥
দারা পুত্র আদি মিত্র কেহ কার নয়। নয়ন
মুদিলে ধাম অন্ধকার ময় ॥ তাহার প্রমাণ

এখন এইরূপে নিশ্চয়। নিশাযোগে এক বৃক্ষে রহে পক্ষিচয়॥ প্রভাত হইলে দেখ সবে পরস্পর। আপনাই স্থানে গমন তৎপর॥ অতএব মম মন শুন উপদেশ। সর্ব্বদা পরম তত্ত্ব করহ উদ্দেশ॥

দ্বিতীয়।

আধ্যাত্মিক পয়ার। কাল ক্রমেং হৈল অধরা। কাল ক্রমে মনঃ তোরে কবে পাব ধরা॥ অকূলেতে ভ্রম যত হারাইলে কূল। অকূলেতে ভ্রম তত ত্যজি নিজ কূল॥ দীনতায় সদা ব্যস্ত অন্বেষণে নিধি। দীনতায় ঘটায় যে বিপরীত বিধি॥ অশ্রুশুষ্ক অঙ্গ হৈল বিরহেতে ভাগ্য। অশ্রুধারে ডুবে যেন সদা দেখি আগ্য॥ ব্যসন বিধায় দোষা হইতেছ অংশে। ব্যসন বিরহ তবু হেরি সর্ব্ব অংশে॥ সান্ত্বনা করিয়া যদি ভাগ্য হেতু বিধি। সুপ্ত তবে কিপ্রকারে পাইবেক নিধি॥ আপন প্রদেশে মন মিথ্যা ভ্রমণ আশা। আপন সম্পদ মাত্র প্রাপ্ত হৈল

আশা ॥ সর্ব্বদা প্রমত্ত মন সদৃশ্য বারণ। প্রমাদ বর্ত্মেতে কার সদত বারণ ॥ চক্রভূমি সম সংসার সুধাইবে কারে। চক্রভূমি মন তুমি পড়ে আছ কারে ॥ ভাল ভুলে ভুমে ভ্রমে কাচিতেছ কাচ। ভাল ভুলে কুতূহলে নাশ করে কাচ ॥ বলদ হইয়া ক্ষিণ তবু কেন বল। বলদ সদৃশ দেখি বিদ্যামাঝে বল ॥ স্বামীমত কর্ম্ম মধ্যে যদি সদা রবি। মানি তবে তোরে মুক্তিমত্ত সমরবি ॥ সুজন সদৃশ জ্ঞানে সম পিব সত্ত্বা। সজন সুন্দর মত ঘুটাইব সত্ত্বা ॥

তৃতীয়।

পয়ার। কহ দেখি ওরে মন জিজ্ঞাসি তোমারে। কিরূপে পাইবে ত্রাণ এভব সংসারে ॥ অনিত্য সংসারে হয় হরিনাম সার। অতএব মূঢ় মন তাই কর সার ॥ নতুবা তোমার হবে দুঃখ অতিশয়। হরি২ বলি ডাক মন মহাশয় ॥ হরি২ বলিলে জীবন মুক্ত হয়। অন্তঃকালে তার ধাম গোলোকে নিশ্চয় ॥ নাবুঝিয়া, হীত বাক্য

ভ্রম মন্দ পথে। কিমতে হইবে পার সংসারের হাতে। মায়াতে আবৃত হয়ে দেবার[illegible] দারা পুত্র কন্যা জন্যে ধন উপার্জ্জন কর।। এমতে সুখ তব কভু নাহি হবে। নিশ্চয় জানিহ মন বিপদ কে খণ্ডিবে।।

চতুর্থ।

[illegible]। ত্রিসংসার সার। সংসারঃ পূর্ণ ব্রহ্ম কর সারঃ যদি পার হবে ভব বারি। তিনি সর্ব্বমূলাধারঃ নিত্যানন্দ নির্ব্বিকারঃ জ্যোতির্ম্ময় যমভয় হারী।। উপমা করিতে তাঁরঃ চরাচরে নাহি আরঃ যাঁর গুণ বেদে অগোচর। নিতান্ত অনন্ত অন্তঃ যেতত্ত্বে হইয়া ভ্রান্তঃ অনন্তাদি ক্লান্ত নিরন্তর।। কিদ্রব্য কিগুণ কর্ম্মঃ সামান বিশেষ ধর্ম্মঃ তিনি সাম বায় তিনি ভাব। তিনি বহ্নি তিনি জলঃ সর্ব্বব্যাপি সুনির্ম্মলঃ সর্ব্বঘটে পটে আবির্ভাব।। অখণ্ড মণ্ডল আকারঃ ব্যাপ্তং যেন ত্রিসংসারঃ তিনি তেজ বায়ু ক্ষিত্যাকাশ। নির্গুণ আকার শূন্যঃ কিন্তু

উপাসনাজন্যঃ তিন্নঃ মূর্ত্তি সুপ্রকাশ ॥ প্রপঞ্চ বিহীন পক্ষঃ তাহে মাত্র নাহি তক্ষঃ পরস্পর অপ্রাভেদ প্রভা। বিষ্ণুরূপো চতুর্ভুজঃ শঙ্খচক্র গদাম্বুজঃ নীলোৎপলদল জিনি আভা ॥ শিব রূপো শূলধরাঃ শক্তি রূপা শক্তিকরাঃ সূর্য্যরূপো দীপ্তি প্রদায়ক। শাস্ত্র উক্ত সার কথাঃ শিব পুত্র সিদ্ধিদাতাঃ গণপতি বিঘ্ন বিনাশক ॥

পয়ার। একেপক্ষ পক্ষে এক জানিবা নিশ্চয়। অতএব ভেদাভেদ কর যুক্তিনয় ॥ স্বল্প জ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি জনগণ। দ্বেষাদ্বেষে অনায়াসে অগ্নেলিপ্ত হন ॥ বিশেষ কেবল ভ্রম মূলাধার তার। যাহাহইতে ভেদাভেদ আদির সঞ্চার ফলিতার্থ ব্যর্থ তাহা অনর্থের সূত্র। প্রমাণ পরাসর মহাবির পুত্র ॥ বেদবেত্তা বেদব্যাস শাস্ত্রাবার মূল। অন্যপরে কেবা কেবা তাঁরি স্থূলস্থূল ॥ অতএব হন ভ্রম উপশম যদি। তবে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান হৃদে ধর ॥ অনায়াসে

কাল ফাঁসে হইবে বিমুক্ত। মুক্তি সিদ্ধ এই তত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত॥ অতএব ভ্রমেও নাথাক ভ্রম বত্নে। যদ্দারা পশ্চাৎ নাহ বিঘ্ন আশু বর্ত্তে॥ জানিত একত্র ভূমি অল্পকাল ভোগ। তন্মধ্যে কণ্টক মাত্র ভ্রম মূর্খ রোগ। অগ্রেভাব সে মূলের আমূল পর্য্যন্ত। প্রশান্ত না হয় যেন অন্ত কারণ অন্ত॥

পঞ্চম।

পয়ার। কেন মন অকারণ ধন অন্বেষণ। করহে করিয়া বহু ক্লেশেতে যতন॥ বারণ সমান ভ্রম বিষয় কাননে। ভবিষ্যৎ না ভাবি শ্রম কি হইবে ধনে॥ জ্ঞান শূন্য পশু হেন হয়ে কেন মন। অনর্থক ভ্রমণ করহ সেই বন॥ পাবে কি হইবে তাহে মায়াবিনী সার। করি তৃষ্ণ সেচ্ছামত আহার বিহার॥ সুখ অন্বেষণে আছ অবিরত রত। জাননা কৃতান্ত বাঘ কারি রাক ছত॥ তাহার বিকট দন্ত নিকট তোমার ভূষিত কনক কায় করিবে আহার॥ দম্ভের

যত সুখ কিছু নাহি নিত্য। কেবল নিখিল কর্ত্তা এক হন সত্য॥ ক্ষণপ্রভা সম যেন প্রকাশে আকাশে। ক্ষণেক বিলম্বে সেই পুনঃপায় নাশে॥ দেহকে রতন ভাবি যতন বৃথায়। ক্ষণেকে নবীন ক্ষণে পুরাতন পায়॥ যেন পুরাতন ত্যাগি নব বাস পরে। সেইমত পরমাত্মা কায়া ত্যাগকরে॥ অতএব মন ভায়া হিত বাক্য ধর অনিত্য আশ্রয় সব পরিত্যাগ কর॥ কিছুই কে থনে তব সঙ্গে নাহি যাবে। জীবন যৌবন ধন পড়িয়া রহিবে॥ কামনা বিহীন হও এই যুক্তি স্থির। বিজ্ঞান খড়্গেতে কাট কামনার শির॥ নিষ্কাম হইয়া ভাব নিত্য নিরঞ্জনে। যাঁহার সাধনে দুঃখ নাহি থাকে মনে॥ তবে পাবে নিত্য ভাবে নিত্য নিত্য সুখ। হইবে ভঞ্জন দৃশ্য স্বভাবের দুখ॥ নিরাশ্রয় নিরাশ্রয় নিত্য নিরাকার। নিরাধার অখিল যে যাঁর আধার॥ নিরাময় দয়াময় অনাদি অক্ষয়। তাঁরে স্মরি দারুণ শমন কটাক্ষেতে লয়॥ জ্ঞানের

পূঙ্খিত কর নিবৃত্তি সহায়। প্রবৃত্তি বিনাশ হলে কত হিত তায়॥ অহঙ্কার যায় যোহং হইবে অন্তর। হংস যোগে অংশ ক্রমে রবে একস্বর॥ জগতের পতি পরিতুষ্ট সেই রবে। সর্ব্বক্ষণ তুমি মন তাহে তুষ্ট হবে॥ অতএব কি কহিব বারং আর। অনিত্য সকলি মাত্র নিত্য এক সার॥

ষষ্ঠম।

পয়ার। মন তোরে বারং কত কব আর। অসারে করিয়া সার কিহবে সুসার। যে ধনকে জানিয়াছ সুখের কারণ। সেই ধনে হয় পুন জীবের নিধন॥ দেখ দেখি ধনের কি অশুভ বিধান। দস্যু হস্তে কত লোকে হারায়াছে প্রাণ। অর্থের নিমিত্তে কেহ রাজ্য ভ্রষ্ট হয়। পুত্র হইতে জনকের জীবন সংশয়॥ ধনকি পরম শত্রু প্রভু যদি হন। দাস হয়ে করে তার মস্তক ছেদন॥ চৌর্য্য প্রবঞ্চনা ছল জীবন হনন। ভয় বল দুদর্শা লগুড় ধারণ॥ এইরূপ আর

আছে পাপাচার। কেবল ধনের জন্যে করি ব্যবহার॥ ধন হৈলে মনুষ্যের মন বুদ্ধি হরে। শিষ্ট গুণ যত থাকে সব নষ্ট করে॥ অহঙ্কারি কটুভাষি নিষ্ঠুর প্রধান। কথায়২ লোকে করে অপমান॥ আপনাকে দেখে সদা অতি বুদ্ধি মান। ধনহীন জনে দেখে তৃণের সমান॥ ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র জানিয়া অন্তরে। ধর্ম্মীকে সদা জ্ঞান করে ধনেশ্বরে॥ দরিদ্র যদ্যপি হয় অতি বুদ্ধিমান। অহঙ্কারে দেখে তারে কীটের সমান॥ অতএব ধন সর্ব্ব পাপের আকর। ধন হৈতে শত্রু নাহি সংসার ভিতর॥ এমত শত্রুকে কভু মিত্র না ভাবিবে। সাবধান হেন ধন কভু না চিন্তিবে॥ অর্থেরে জানিয় মন অনর্থের মূল। পরমার্থ তাকর মুক্তি অনুকূল॥ বিকার বীহিন বিভু বিশ্ব নিকেতন। অচিন্ত্য অক্ষর অজ অনাদি নিধন॥ প্রাণ সত্বে হৃদি চিত্তে করহ চিন্তন। অনায়াসে এড়াইবে এভব বন্ধন॥

৯ প্রশ্ন ।

পয়ার । হিতবাক্যে যদি মন না হও সরল । জেনে শুনে তবে পান কর হে গরল ॥ অনিচ্ছায় ইচ্ছায় হইবে দেহ নাশ । দোষগুণ লোকমুখে রহিবে প্রকাশ ॥ সদ্গুণের গরিমায় অঙ্গসঙ্গ হয় । কালাগুরু কর কুমতিরে নয় ॥ সুমতির সহ তব মাত্রিক প্রকাশ । একারণ বিশ্ব মধ্যে হইয়াছে অখ্যাত ॥ দেহ নাশে মন তুমি হইয়া অমর । বৈমোহিত থাক সদা ভাবিয়া নশ্বর ॥ [illegible] প্রবল হিংসা [illegible] কোপ । কেবা গুণ [illegible] শেষ গুণ [illegible] লোপ ॥

এখন যদ্যপি শুন আমার বচন । তথাচ হইতে পার এক্ষণে [illegible] ॥ তবে তোমার আর যাইবে [illegible] । দোষগুণ নির্ণয় হইবে [illegible] ॥ এতএব বিজ্ঞতা নষ্ট যাবে ছারখার । সাধারণ সমীপে পাইবে তিরস্কার ॥ [illegible] সুবুদ্ধি বলিএবে দুরাচার । উপকৃত জনে যেং [illegible] ॥ তাহে ব্যতিক্রম হলে না।

বাহিরবে। হীন বুদ্ধি হও রক অনেকেই করে জপের নাহিক খোজ রক্তবর্ণ খোপা। কোন্ গুণ নাহি শুধু গাল ভরা গোঁপ॥

অভিমান ত্যাগকর ত্যজ লোভ ক্ষোভ। অজ্ঞানের মত শব্দ করো না প্রমদ॥ তুমি ভাব তুমি বড় বিজ্ঞ বিচক্ষণ। জগতে তোমার তুল্য নাহি এক জন॥ আমি দেখি তুমি বড় পাগু অজ্ঞান। বিজ্ঞতা তোমাতে কিসে পায় সুমা ধান॥ অজ্ঞনম কার্য্যেরত থাক রাত্রিদিন। লোকে জানে তুমি এক চতুর প্রবীন॥ কমে ব্যবহারে তুমি অতিশয় হীন। মানুষ জীবনে যেন কেলিকরে মীন॥ লুব্ধ আশে ভুমে খাও ভ্রান্তিরূপ গোঁপ। কোন গুন নাহি শুধু গাল ভরা গোঁপ॥

অষ্টম।

গান। শুন ওহে মত্ত মন কর অবধান। নিকট বিকট কাল কালান্ত সমান॥ বিগত হতেছে কাল মজাবের গুণে। ভুমে নাডুব

কভু নিত্য নিরঞ্জনে ॥ অবিরত রত আছ ধন উপার্জ্জনে। তুমি যে নিধন হবে ভাব নাহি মনে ॥ অপূর্ব্ব আগারে বসি আনন্দ নয়নে। অনুক্ষণ নিরীক্ষণ কর পরিজনে ॥ কিসে সুখি হবে তারা এই অন্বেষণে। সতত ভ্রমণ কর বিষয় কাননে ॥ কেবল বিভোল হয়ে লয়ে পরিবার। মায়াবশে মুগ্ধ হয়ে আছ অনিবার ॥ নিশ্চিন্ত জেনেছ সুখে চিরদিন যাবে। জীবন যৌবন ধন রবে সমভাবে ॥ উর্দ্ধে নয়ন তবু নাহি দেখ কিছু। দুরন্ত কৃতান্ত তব ফেরে পিছু২ ॥ সর্ব্বমত প্রকারে আশা বাড়িতেছে মনে। অজপা হতেছে শেষঃ প্রতি ক্ষণে২ ॥ তুমি যে সময়ে কোথা ছিলে সুত দারা। চরমে পরম প্রিয় না রহিবে তারা ॥ এসেছ হে হস্ত পদ লয়ে দণ্ডি বেশে। গমন করিবে তাহা রেখে পরিশেষে ॥ পেয়েছ যে কলেবর দুর্ল্লভ্য মনোলোভা। কালেতে হইবে লয় না রহিবে শোভা ॥ এসংসার সার নহে নাম মাত্র সার।

স্থিরভাবে ভাবিভাবে বুঝিবে আবার ॥ দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ করিয়ে ধারণ। কামকলা বশে কাল করিলে হরণ ॥ তাই বলি মন ভায়া নহ সুবিধান। পরমার্থ তত্ত্ব পথ করহে সন্ধান ॥ অবোধ উপাধি ছাড়ি সুবোধ হইয়ে। স্বকার্য্য সাধনা কর প্রবোধে লইয়ে ॥ প্রবঞ্চনা প্রতারণা পরিত্যাগ করি। পরহিতে রত থাক দিবস সর্ব্বরী ॥ কাম ক্রোধ আদি রিপু করিয়ে শাসন। বিবেকের সঙ্গ কর জ্ঞান অন্বেষণে ॥ প্রচুর প্রযত্ন রথে করি আরোহণ। বুদ্ধিরে সারথি করি করহ গমন ॥ আলোচনা জলনিধি করিলে মন্থন। অনায়াসে লব্ধ হবে জ্ঞান রত্ন ধন ॥ সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় ইচ্ছাতে যাঁহার। নিয়ম পালন কর সাধ্য মতে তাঁর ॥ অহরহ চিন্তা কর চিদানন্দ নাম। নির্ভয়ে যাইবে চলে নিত্যসুখ ধাম ॥

নবম।

একাবলীছন্দ। দেখ দেখ সংসারে নিত্য

উদয়ে কতই মনেতে ভাব।। প্রণয় ভাবনা দিবা নিশি। কি হবে কি হবে সদা উদাসী।। আছি মনে হয় পরম ধনে। সে চিত্ত মনে সদাই আনে।। মায়াতে মোহিত হইল দেহ। ভ্রমেও তাঁহাকে ভাবেনা কেহ।। অনিত্য চিন্তাতে রহিয়া ভুলি। ছায়ারূপ সহ করিছকেলী দারুণ মায়াতে মোহিত হৈয়া। কি করি কি হবে সদা ভাবিয়া।। দিবানিশি ভাবে হইয়া চঞ্চল। পাক্ষিগন মনোভ্রমরে সকল।। জীবনে জগতে লইতে বল। পারিতে নারিলে রিপুকে বশ।। তাহারা ছয় জনের অনিষ্টকারী। সময়ে তোমারে ফেলিবে বঞ্চারি।। দারা সুত সব ভাবিয়া আপন। নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলে হে মন।। সৃজনকারী তবে হে যিনি। তাহারে ভ্রমেও ভাবনা প্রাণি।। জননী উদরে যখন ছিলে। তখন তোমারে কেবা রাখিলে।। এখন সেসব গিয়াছ ভুলি। মায়া চক্রে সদা করিছ কেলী।। এবে তাঁর গুণ কহিব কত। সন্তান ভাবেতে করেন

যত ॥ গর্ব্ভেতে থরিয়া দুঃখ মাস। সেই যাতনা থাকে সদা অবশ ॥ আহার নিদ্রায় না হয় সুখ কতক্ষণে তব দেখিবে মুখ ॥ এসব পরেতে দেখিয়া মুখ। কতই মনেতে হইল সুখ ॥ কত দিন পরে ভূমেতে হাটি। কত খেলা কর ধরিয়া মাটি ॥ চলিতে তুমিতো পরে শিখিলে। পিতা মাতা পাঠ পড়িতে দিলে ॥ কিছুদিন পরে করিয়া দারা। তাহারা লাবণ্যে হইলো সারা ॥ দারা কারাগারে হইয়া বদ্ধ। আপন ভাবেতে রহিলে শুদ্ধ ॥ প্রতারণাভাবে রয়েছ তুমি। মিথ্যা কথা তব হয়েছে ভূমি ॥ মনে ভাব আমি হয়েছি বড়। ধন মান সব আছয়ে বড় ॥ অট্টালিকা কি যে দেখি যে শোভা। বেলোয়ারি ঝাড় রেছে শোভা ॥ ঘোড়াঘোড়া নিয়া সদাই ফিরি। অহংকারে তুমি হয়েছ ভারি ॥ কেহ যদি কহে প্রণয় কথা। ক্রোধভরে তাহে কহহে কথা ॥ মনে ভাব আমি হয়েছি মানি। আমার সমান না দেখি প্রাণি

কিন্তু দুরাচার না ... বলি শাস্ত্র। অহংকারে
তুমি হয়েছ তার।। তিলেক না ভাব কি হবে
পরে। যেজন তোমাকে সংকটে তারে।। সে
বিনে আর নাহি অন্যজন। কোন্বে সংকটে
স্মরিবে তখন।। অতএব এই কহি যে আমি।
নিশ্চয় ভাবিয়া দেখহ তুমি।।

দশম।

পয়ার। মায়া বশে কেন মন করহে ভ্রমণ।
তিলেক না চিন্তাকর পরমার্থধন। অহরহব্যগ্র
রহ অর্থ উপার্জ্জনে। বিভোল হইয়া ঘোর বিষ
য়ের বনে।। সতত বিব্রত আছ পরিজন তরে।
ভুলেও না ভাব প্রভু জগৎঈশ্বরে।। অপরূপ
আশা অশ্বে করে আরোহণ। দিবানিশি করি
তেছ দেশ পর্য্যটন।। কিসে ... তারা হবে সুখী
এই অভিলাষ। চিন্তা হ্রদে পড়ে সদা গণিছ
হুতাশ।। এইরূপ মিছে কাযে নিমগ্ন হইয়া।
কালক্ষেপ কর সদা বিভব ভাবিয়া।। প্রথমে
কোথায় ছিলা প্রিয়পুত্র দারা। অন্তকালে না

রহিবে প্রিয়তম তার ।। পরলীতে যত জীব হইতেছে পাত্র জল । ক্রমেং সমুদয় হইবে নিধন ।। প্রত্যক্ষ নয়নে হেরে মনেতে বোঝনা । অবশেষে এই ভাব কিছুই রবেনা ।। আমিং বোলে সদা কর অভিমান । ভ্রমেও না কর কভু সত্যের সন্ধান ।। মোহ ডোরে বদ্ধ হয়ে সকলি ভুলিলে । আপন মঙ্গল চিন্তা মনে না করিলে ।। কেবল আছ ব্যস্ত ধনের কারণে । তুমি যে নিধন হবে ভাব নাহি মনে ।। অশেষ প্রকারে পাপ বাড়িতেছে মনে । পরমায়ু হয় ক্ষয় প্রতিক্ষণে ক্ষণে ।। অতএব বলি শুন ওরে মোর মন । চির দিন না রহিবে জীবন যৌবন ।। অনিত্য বিষয়ে কেন করিছ ক্ষণিক পরেতে যার হইবে পতন ।। ভ মোহ আদি সবে পরিত্যাগ করি । পরহিতে যত্ন কর নিয়ত সর্বদায় । জ্ঞানরূপ অসি করে করিয়া ধারণ । কামআদি রিপুগণে করহ ছেদন ।। যাঁর ভয়ে রবি শশি করিছে ভ্রমণ । তাঁহার নিয়ম নাহি কাহ পা

মন॥ ভজন কেবল কর নিত্য নিরঞ্জনে। অনা য়াসে প্রাপ্ত হবে অমূল্য রতনে॥ ঐরূপে মন তায়া স্থির তাহে রয়ে। স্মরণ করহ তাঁরে এক চিত্ত হয়ে॥

একাদশ।

পয়ার। ছিছি মন একি দেখি তব অভি মান। রিপু পদে কাহাদের দেহ অভিধান॥ তারা তব হিতকারি মঙ্গল নিলয়। তব সুখ বৃদ্ধি হেতু সদা ভক্ত নয়॥ ঈশ্বরের রিপু তব রিপু কভু নয়। তাহার কৃপায় সুখ লাভ অতি শয়॥ অনঙ্গ তরঙ্গের খরস্রোতে আরোহণ কর তাহে সুমতি সংহতি॥ কিন্তু ধৈর্য্য রাশ রজ্জু ধর দৃঢ় করি। নহিলে গর্ত্তের মধ্যে পড় বে হে মরি॥ যে রত্নগর্ত্ত সেই নাম কুম্ভীপাক পুরীষ পূরিত দুঃখে ঘটিবে বিপাক॥

রক্তবর্ণ দুনয়ন মাদকেতে মাতি। সংসার কানন ভ্রমে মত্ত এক হাতী॥ ক্রোধ নামে খ্যাত সেই অতি ভয়ঙ্কর। কটুকথা মদ্য মুখে

ক্রমে নিরন্তর ॥ দুঃখ হে তদুপরে কিছু নাহি ভয় । নিজ্ঞান অঙ্কুশ যেন হস্তে তব রয় ॥ কামা নামা করি তার অতি তীক্ষ্ণ তুণ্ড । নারিকে প্রমত্ত হস্তি মস্তক উপর ॥ অবশ্য হইবে বশ যুক্ত তাহে কত । হাতি চড়া আশা হাতী হবে তার হত ॥ কিন্তু এই বচনের মত সার ভাগ । স্বাগ রূপা মাতঙ্গের মাড়াওনা রাগ ॥

দুঃখরূপ দাবানল সংসার কাননে । প্রতিক্ষণ । জ্বলে তরুলতাগণে ॥ সর্ব্বপ্রাণি অগ্নিরাশি বোধ [illegible] নাশ । তন্মধ্যে তাবে বনে ভ্রমে অবিশ্রাম ॥ [illegible] পশুগণে রিপু ভাবি বহু [illegible] পলায়ন ॥ থাউক [illegible] তুমি [illegible] কাঁদের বাঁকি কথা করহ শ্রবণ ॥ দুঃখরূপে দোভানল করিয়া হা পিত । পরমার্থ হোম কর আহুতি [illegible] ॥ ভক্তিঘৃতাহুতি দেহ পূর্ণ করি পাত্র । পা[illegible] ফল যজ্ঞ পরিশেষ হবা মাত্র ॥

কাননের প্রান্তে বহে নদ খরতর । [illegible] নামে

থ্যত আছে সংসার ভিতর ॥ নয়নের জলেতে নৃ হইয়াছে জল। তরঙ্গ তরঙ্গ শোভা করে টলমল অজ্ঞান কাণ্ডারি তরি আরোহণ করি। সদা লোক মগ্ন হয়ে ম্রিয়মাণ ছরির ॥ আর যদি ওহে পূর্ণ স্বভাবের ক্রমে। অজ্ঞানের তরঙ্গেতে সেও নাকো ভূমে ॥ প্রবোধ নামেতে আছে মাঝি বিজ্ঞবর। তাহার তরিতে সুখে যারে হয় কর অনায়াসে হইবে পার কিন্তু শুন মন। করুণা নিধান নাম করেছে স্মরণ ॥

কায়ার ভিতরে আছে অপরূপ হৃদ। সকলেই জানে তাহার নাম লোভ হৃদ ॥ সুধা সম বারি তার অতি মনোরম। তৃষা দূর করে তাহে পশু বিহঙ্গম ॥ কিন্তু বিধিতে গুণ তারে নেই বারি। পান মাত্র কিন্তু হয় যত বনচারি ॥ কি যে যায় জ্ঞানহীন তাদের এগতি। জন নাকে কিন্তু কেন হইবে সুমতি ॥ দ্বিভাগে বিভাগ করা সেই জলাশয়। নিত্যানিত্য বিভ বারি দুই ভাগে রয় ॥ শুভকারি নিত্য বিভ বারি

পরিষ্কার সেই জল পান করে [illegible] সংসার রহিলো অদূরে আছে এক গিরিবর। মহা-শেখর ধরে আছে উচ্চতর॥ আদি অন্তহীন গিরি দেহ ও শরীর। কোনমতে কেহ তার নাহি হয় স্থির॥ অহংকার নাম তার খ্যাত চরাচরে। মহাতীর্থ বলি লোকে সংসার ভিত-তরে॥ গিরিপরে অবিরত অগণিত জীব। আ-রোহণ করিতেছে হেতু কি [illegible] শিব॥ কিন্তু ত্রি-ত্রিশূল উর্দ্ধে উঠে পারে যারা। অন্যপরে ধরাতলে পড়ে মরে তারা॥ তত্ত্বপথে দাঁড়াইয়া মহেশ্বর আমার। নিরাশ্রয় [illegible] অহংকার ম-

[illegible]।

[illegible] [illegible] মনঃ [illegible] মনঃ ত্যাজিলো। [illegible] রমেঃ সাজিলো॥ [illegible] সাজঃ দেখিলো। [illegible] তারেঃ ভজিলো॥ [illegible] অন্যথাঃ করিলো। [illegible]

পৃথক্ কেনঃ জানিলে॥ ধর্ম্মশাস্ত্র অহেতুঃ এবং মুখেমাত্রঃ কহিলে। শাস্ত্রমতঃ কার্য্যতঃ তাহেরতঃ নাহলে॥ জ্ঞানিগণঃ যাহা কনঃ তাহে মনঃ না দিলে। দুষ্টলোকেঃ কুজনের বিপুরঙ্গেঃ রহিলে॥ কিবা ধর্ম্মঃ কিবা কর্ম্মঃ কাহি মর্ম্মঃ বুঝিলে। কি অপূর্ব্বঃ দেহ দেহ না হিসাবঃ করিলে [illegible] সংসারঃ অসংসারঃ তাহে নারঃ মানিলে। পরমার্থঃ যেপদার্থঃ তাহে ব্যর্থঃ ভাবিলে॥ গৃহস্থনঃ পরিজনঃ প্রতিক্ষণঃ চিন্তিলে। পরাৎপরে পরমেশ্বরেঃ একবারে ভুলিলে॥ দিনদিনঃ তনু ক্ষীণঃ আয়ুহীনঃ হইলে। তবু মনেঃ অহংজ্ঞানে নিত্য জ্ঞানেঃ থাকিলে। প্রকারণঃ শুভমনঃ নিবেদনঃ তোমারে। নিশ্চয় বৈ ভাবতবেঃ মুক্তি হবে অচিরে॥

দ্বিতীয়।

পয়ার। হায়া ভুলে দেখ এই মায়ার ভবন।
[illegible] এ সহোদর কায়ার যতন॥ ধনার্জ্জনে
মত্তকালে যোগীরতা থাকিবে। [illegible]

... আপনার মিলিবে॥ পুত্রহার অনুগত ভার্য্যা প্রিয়া হবে। কথা ... মনে যেচে কথা কবে॥ পিতা ডাকবে পুত্র মোর অতি গুণবান। জননী কহিবে মোর সার্থক সন্তান॥ এইরূপ কি ... বোধ করিবে সকলে। যদ্যপি ধনো পার্জ্জন করিবে সবলে॥ কিন্তু যবে শক্তিহীন দেহ ক্ষীণ হবে। অর্থ উপার্জ্জনে আর সামর্থ্য না রবে॥ তখন আত্মীয় যত কেহ না রহিবে। আমার কুটুম্ব উনি কেহনা কহিবে॥ দরিদ্র অবস্থা হেরি ঘৃণা হবে চিত্তে। লজ্জিত হইবে সবে পরিচয় দিতে॥ জ্ঞাতি মিত্র আদি কেহ ফিরে নাহি চায়। কথা ... ভয়ে পাছে কিছু চায়॥ কি ... দুঃখের কথা হেলে অর্থ হীন। জায়া পুত্র ... আজ্ঞার অধীন॥ অতএব দেখমন করিয়া বিচার। ... এ সব আত্মপরিবার॥ প্রাণপাখি সম্বন্ধ করিলে বর্জ্জন। কোথা রবে জ্ঞাতি ... আত্মীয় স্বজন॥ একাকী উলঙ্গ বেশে আসিয়াছ

ভাং ' ভণানি বিবস্ত্র হয়ে শেষে যেতে হ'ব ॥ ভার্য্যা পুত্র জ্ঞাতি মিত্র আত্মীয় স্বজন। কেহ সঙ্গে নাহি যাবে হইলে মরণ ॥ গৃহ ধন অভরণ যত উপার্জিলে। সকলি পড়িয়া রবে তুমি যাবে চলে ॥ অতএব শুন মন আমার বচন। সকলি জানিবে মিথ্যা মায়ার রচন ॥ মায়া মোহে সংসারকে করিয়াছেন। ব্রহ্মপদ চিন্তনে নিযুক্ত হও মন ॥ একান্তে সে পরমানন্দে কর সমাধান। ত্রিতাপ নাশিবে যাবে অনত্য [illegible] ভ্রমজ্ঞান যাবে হবে আত্মতত্ত্ব দর্শন ॥ অনায়াসে [illegible] কটিবে মোচন ॥

মনের প্রতি [illegible] প্রদান।

[illegible] মধু ত্রিপদী। [illegible] তব ভ্রমঃ [illegible] [illegible] ভ্রমঃ ওরে মন [illegible]। কেতকী [illegible]ঃ [illegible] ফুলে মধুপান সুখে কর ॥ [illegible] সংসারঃ সকলি অসারঃ [illegible] বাঁচিছে সব। [illegible] মৃত্যুঃ হইবেক মৃত্যুঃ সকলে হইবে [illegible] বর্জন প্রতিঃ কেন এত [illegible]তিঃ [illegible]

...ণ বল। পলাবে যখনঃ দেখিবে ... ...
... ...র বল।। ...রাও হেলা...ঃ অনিত্য
...ঃ বিফলেতে এ যৌবন। একি তব ভাবি
কিছু নাহি ভাবঃ জীবনে যাবে জীবন।। ত্যজ
... ...তত্ত্বঃ তত্ত্ব পরি তত্ত্বঃ ...সত্য কর ...র ধন।
পরিহর দ্বেষঃ পাবে ... দেশঃ নতুবা হবে
নিধন।।

দ্বিতীয়।

পয়ার। ওরে মন মধুকর একি তব ভ্রম।
সংসার কে... কী ...নে কেন মিছে ভ্রম।। ...
নাপাবে তাহে ...থা পাবি ...। ...া মাত্র
পূর্ণ তার হৃদয় ...।

দুর্জ্জয় পাপ... ...া ক্ষয় কিসে হয়। ...
... ...টও মধুকর ...তিশয়।। ...ন্য তার
...ন্যভরা ...ন্য ...। ...লে গরল পূর্ণ
হৃদয় নিলয়।।

প্রবৃত্তি প্রণয় ভোগে আশা নাহি ...। ...
বৃত্তি অমৃত ... না নিবৃত্তি নাপায়।। হে মানস

সেই ... এ ...ের সহায়। তত্ত্ব পথে তত্ত্ব করি
...ান কর তায়॥

কাম আদি রিপু ছয় তব ...দচয়। বিপদ
সাধনে তারা নিপুণ নিশ্চয়॥ তুমি তা জাননা
... ... মহাশয়। জড়াইছে পাপ ফাঁস তব
অঙ্গময়।

কোথা ছিলে কোথা যাবে ভাবনা না কর।
মায়িক মাদকে ... ... কাল হর॥ মুক্তি
পথে মুক্তিরূপ সুধা সরোবর। জ্ঞানের সোপান
... বাস ...থরেতে পর॥

... জননী ... ... জীব। সেই কালে
তুমি ...ছ হেতু তার ...॥ চিরদিন যদি তব
...ীলতা দেখিব। সাক্ষ্য পত্রে কার নাম চরণে
লিখিব॥

যৌবন রতন পেয়ে হারা...ল হেলায়। বি...
বিগত কাল অনিত্য খেলায়॥ এই বেলা কর
বি... ...কলায়২। কালরাত্রি সমাগতে ঘটিবেক
দায়॥

যত দেখি মন এ কি তব কুস্বভাব। ... মূর্ত্তি তুমি তাহে নাহি ভাব॥ তোমাতে নিয়ত যেই তব আবির্ভাব। সে কেবল পাতিবেক প্রেম প্রস্তাব॥

অরূপ হইলে শেষ কি হইবে হায়। জীবন নিশ্চয় নিশান্ত বিহায়॥ নিকটে যাহে কাল রজনী পোহায়। এখনো সময় আছে ভাবনা উপায়॥

ধন পরিজন যদি সুখের কারণ। ক্ষতি নাই তার তাই পারিবে মারণ॥ ধ্যান ধর ... বিভু নিত্যধন। ... জীবগণ॥

এইরূপ উপদেশ ... অপার। তথাপি মানা মানা ... আর॥ কুলবতী কলঙ্কিনী হইলে একবার। ... মতি তার নাহি হয় আর॥

সংসার অসার।

পয়ার। এই যে মার্জ্জিত দেহ মোহন মূরতি প্রতিক্ষণ কত স্নেহ কর তার প্রতি॥ মনে হয়

সুখোদয় মুকুল ধরিয়া। বিকশিত সুশোভা প্রকাশ করিয়া।। কীটের আহার হবে এই বিধু বদন। সংসার অসার এই কালের সদন।।

কুঞ্জবনে পঞ্চপঙ্ক্তি গুঞ্জরিত হবে। গুঞ্জরিত কুহুকণ্ঠ সুমধুর রবে।। সমীরণ বয়ে তার সৌরভের ভার। আশাপথে কেটে সহ খায় বারবার। কিন্তু পরক্ষণে হয় সে শোভা নিধন। সংসার অসার এই কালের সদন।।

ভূধর সমীপে শোভে মনোহর বন। সুচারু তরুর শ্রেণী গাঁথা ঘনং।। [illegible] দাবানল কোথা [illegible] হন দাহন করি করে ভস্মরাশি।। হায় কো[illegible] সেই সুরম্য কানন। সংসার অসার এই কালের সদন।।

দীপের অমল ধরে নির্মল শিখা। সুবর্ণ সুদৃশ্য শিখা সুবিমল [illegible]।। আনন্দে অস্থির হয়ে পতঙ্গের দল। ঝাঁপ দেয় পরশিতে প্রবল অনল।। ক্ষণমাত্রে পুড়ে হয় লীলা সম্বরণ। সংসার অসার এই কালের সদন।।

স্থির গঙ্গার স্রোতে তরঙ্গ বিহীন। ... ভাসিয়া ভরে খেলে নানা মীন॥ চলেছে তরণী কত মন্দ বায়ু ভরে। দৃশ্য হয় মেঘ রেখা পশ্চিম অংবরে॥ পলকে প্রবল ঝড়ে মগ্ন নৌকাগণ। সংসার অসার এই কালের সদন॥

সংসারের কার্য্য ধার্য্য সুখে করে লোক। পুলক মাদকে মত্ত নাহি জানে শোক॥ সুখ হেতু প্রতিক্ষণ করে কত আশা। অন্তরের ভাব মাত্র হবে ভালবাসা॥ অবশেষে মনস্তাপে সে ভাব ভঞ্জন। সংসার অসার এই কালের সদন॥

এইরূপ সংসারের স্বভাব ... ক্ষণে ভাবান্তর হতেছে ...॥ এই আছে এই নাই এই মাত্র রব। প্রবল তরঙ্গ ময় সংসার অর্ণব॥ অতএব তাহে মন ... সংসার অসার এই কালের সদন॥

দ্বিতীয়।

পয়ার। একি ভ্রম কোথা ভ্রম মধুকর মন কেতকি কুসুমে কর মধু অন্বেষণ॥ ভ্রমে ভ্রম

মাশা হারায়েছে দিশা। উড়ে২ মধু খেলে
ত যাবে তৃষা ॥ প্রফুল্ল পঙ্কজ আছে অনারণ্য
পারে। সংসার অসার এই দুঃখের আগার ॥

মায়াময় প্রেমবৃক্ষে ভুলেছরে মন। দ্বিজ
হেরে নিজ পথ কর দরশন ॥ বিস্তার করেছ
পাক পেয়ে তার শাখা। পাকা ফল যত দেখ
সব বিষ মাখা ॥ বার২ কতবার বলিব হে আর
সংসার অসার এই দুঃখের আগার ॥

পরপ্রতি এত প্রীতি কেন দেখ মন। উভয়ের
সম ভাব হয় কি কখন ॥ পরিজন প্রিয়জন কে
হয় আপন। কর তত্ত্ব পর তত্ত্ব পরমার্থ ধন ॥
দারা পুত্র কলত্রাদি বল কেবা কার। সংসার
অসার এই দুঃখের আগার ॥

উর্ণনাভি যথা তন্তু করিয়া সৃজন। পুনর্ব্বার
করে তাহা উদরে ... । সেইরূপ সুত্র সম
জীবের জীবন। মিছা কেন আয়ুঃ ক্ষয় কর
অকারণ ॥ অতএব ধ্যানে ধর নিত্য সত্য সার
সংসার অসার এই দুঃখের আগার ॥

হে।রে ভ্রান্ত সর্ব্ব শাস্ত নিত্য চিন্ত ধন। জেণ্ড ভাবে কর্ম্ম কাণ্ডে লিপ্ত কেন মন॥ নিরাময় যিনি মন দৃষ্টির গোচর। স্বর্গ চাহ তাঁর পরে স্তাড়ের ভিতর॥ ভবে আসা আশা কেন কর পুনর্ব্বার। সংসার অসার এই দুঃখের আগার॥

শরীর অনিত্য।

শান্তিচ্ছন্দঃ। সুচারু শরীর এই ইন্দ্রিয়ের স্থান। জীবন যাহাতে করে সুখে অবস্থান॥ ভোগের বাসনা সদা বাস করে বুকে। পুরিবে সকল সাধ দেহ থাক সুখে॥

ওহে জীব একি ভ্রমঃ মিছ মিছি [illegible] ভ্রমঃ কুহক কাননে কেনঃ [illegible] প্রবেশ। মনোহর বটে দেহঃ যার প্রতি এত স্নেহঃ মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

শরীর থাকিলে [illegible] সকার। ইচ্ছা সুখে নানা মত আকার বিহার॥ শোভায় সুখ্যাতি ছুটে বন্ধুদের মুখে। পাইব সকল সুখ দেহ থাক সুখে॥

শা।ও।যুক্ত কলেবরঃ তাহে শত্রু স্বস্থতর, ধরি গাছি গলে হয়ঃ নটবর বেশ। যা॥ বলে কর এ দেবল ভূতের কলঃ মাটিন শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

ইন্দ্রিয় সকল সদা নিজ কার্য্যে রত। পার দ্বারে পারদারে সুখ কর কত॥ অভিলাষ করে নাশ সমুদয় দুখে। হইবে আশার জয় দেহ থাকে সুখে॥

না জেনে বিশেষ রীতিঃ অসার সংসারে প্রীতিঃ মাথায় কাটিয়া সিতিঃ বাকা কর কেশ। ইন্দ্রিয়ের দল যত ক্রমে শব হবে হতঃ মাটির রীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

ধন ধান্য ধেনু ধাম বিধি রবে বশ। বাহু বলে পৃথিবীরে করিয়াছি বশ॥ যত বীর যত সব দেব ঠুকে; অধীন করিব সব দেহ থাকে সুখে॥

ধন ধান্য ধেনু ধামঃ খিখি রবে তাকে নামঃ চারিদিকে ধর্ম ধামঃ অশেষ বিশেষ। শমন

শরি.৫ যবেঃ বাহুবল কোথা রবেঃ মা

শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

শোভার কারণ এই দেহের সৃজন। করিলে সুন্দর বেশ তুষ্ট হয় মন॥ তদুক্তার বাক্য বশ হ বুঝাবে মুকে। রাজ্যের ঈশ্বর হব থেকে থাক সুখে॥

শরীরের পরিপাটীঃ গায়ে যদি লাগে মাটি তখনি ঢালিয়া জলঃ দূর কর ক্লেশ। পৃথিবী কেবল মাটিঃ অনুরাগে হও মাটিঃ মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

বিশয় সম্ভোগ ভোগে মতি নাই যার। ধিক২ নরাধম বৃথা জন্ম তার॥ বঞ্চিত সঞ্চিত সুখে আপনার চকে। সম্ভোগ আমার ভোগ দেহ, থাক সুখে॥

কর্ত্তা তুমি সবাকারঃ সার এই অহঙ্কারঃ বৃদ্ধি হেতু অধিকারঃ ভুঞ্জ দেশ২। বিষয়ে পাড়াও টঙ্কাঃ পেলে অঙ্কা সব ফঙ্কাঃ মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

কিন্তু নাশে যত সুখ সেই সা । সার পরকালে কিছু নাই কর্ম্মের বিচার ॥ অতএব কেন ভাব মনের অসুখে । ইচ্ছামত কার্য্য করি দেহ থাক সুখে ॥

শরীর রোগের বাসাঃ বৃথায় ভোগের আশাঃ সে আশায় তবে আশাঃ তাহে কেন দেখ । স্থির করি দুটি অক্ষিঃ উড়ে যাবে প্রাণ পক্ষিঃ মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ ॥

যত ভাব মনে যাহা পূর্ণ কর সবে । রিপুর চাতুর্য্য হেতু পাপ কেন হবে ॥ অজ্ঞে পাপের [illegible] [illegible] । সত্য সত্য পাছে দেহ থাক সুখে ।

[illegible] দেহের হানি নয়ঃ ঘটে প্রাণ ক্ষয় মাত্রঃ তার নিত্য নিরাকার [illegible] [illegible] । [illegible] কেবল [illegible] বিষয় [illegible] মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ ॥

পয়ার। সন্তোষ সুরস ভোগে শান্ত হয় মন। অনিত্য সুখের আশে বৃথা আকিঞ্চন॥ কত সুত্রে ভ্রম করি সুখ অন্বেষণ। তথাপি সুখের কেন নহে একক্ষণ॥ যদ্যপি সুখাদি রয় নারীর আশায়। তাহাতেও নাই ভব সুখের নিবন্ধ॥ প্রাপ্তিমাত্র আশা হয় সুখ সেইক্ষণ। পরক্ষণে পূর্ব্বভাব পুনরুদ্দীপন॥ স্মরণ করহ এক প্রাচীন বচন। কথিকবে শত মুদ্রা চিন্তা অনুক্ষণ॥ শত সার্থ সেই তার সহস্রে কামনা। সহস্রপতি রাগে লক্ষেতে বাসনা॥ লক্ষপতি ... করে হইতে কোটীশ্বর। রাজ্য হেতু ... রাজা তাহার কাতর॥ এইরূপ ইন্দ্র আদি মহেন্দ্রের পদ। প্রাপ্ত হলে নিবৃত্তি না হয় আশাপদ॥ তবে কেন কষ্টে পরিয়াছ আশা হার। বাক্য ধর পরিহর মিছে অহঙ্কার॥ আমোদ অনুভব সতা চারুচিত্ত হয়। সংসারের চিত্রপটে, আছে চিত্রকরা॥ প্রকৃত কমল ভাবি তাহে ... ভ্রম। মকরন্দ শূন্য মাত্র শোভা অনুপম॥

সন্তোষ সরোজ সত্য সুখরসে পূর্ণ। জ্ঞানযোগে পান কর তৃষ্ণা যাবে তূর্ণ॥ পাইয়াছ দিব্য চক্ষুঃ মনঃ মধুকর। দেখ দেখি কাল রৌদ্র অতি ভয়ঙ্কর॥ খাওরে সন্তোষ সুধা সুখ সরোবরে। সাধনা সোপানে সাধুসঙ্গ সহচরে॥ সন্তোষ সরোবরে যদি পিপাসা না যাবে। তবে এই মৃগতৃষ্ণা বল কে পুরাবে॥

ক্রিয়ার ফল।

সংসার। পতন হইবে এই শরীর রতন। অতএব কেন কর বৃথায় যতন॥ পৃথিবীতে চিরস্থিত নহে কোন জন। পরীক্ষার হেতুমাত্র দেহের সৃজন॥ কুকর্ম সুকর্ম যত সংসারেতে আছে। পরীক্ষা হইবে সব ঈশ্বরের কাছে॥ ইন্দ্রিয় সকল শাখা বৃক্ষ কলেবর। আশাপুষ্প ফল আছে ক্রিয়া বহুতর॥ সুফল কুফল তার ফল ফলে যত। এক বৃক্ষে নানা ফল তার তার মত॥ কদর্য্য কদর্য্য ফুলে ফলে যেই ফল। ফল না হয় তায় কেবল বিফল॥ সন্তোষ

ফলেন তাহ্ন কি লাগিবে তায়। তারা তার আস্বাদন ফলভোগি হয় ।। এর্বার আমার ভুক্তি করিয়া বর্জন। বিবেক বৈরাগ্য বারি দ্বারা [illegible] গেচে ।। প্রেমানন্দ বাদিনে যোগের [illegible] ।। ব্রহ্মানন্দ ফল সঙ্গে ক্রমশঃ [illegible] ।।

তত্ত্ব প্রকরণ।

পয়ার। দিবাকর অস্ত যান দিবা হয় হ্রাস। সম্মুখে আগত ঘোর অন্ধকার নিশা ।। [illegible] নিদ্রা পরিহর ওহে ভ্রান্ত জীব। এই বেলা [illegible] তাল যদি চাহ শিব ।। দিনেহ গারো কর্ণ [illegible] [illegible] লোভ হেতু চল যথা [illegible] [illegible] বাহিয়া চল রে কর্ণধার। বিষয় বাসন [illegible] বারিনিধি পার ।। সেখানেতে [illegible] নিত্য [illegible] প্রাপ্ত হবে একা। গুরু শিষ্য নাহি পাঠ না [illegible] আর দেখা ।। মনে মাত্র রাখ সেই ভাবের [illegible] ভাব। লোকের নিকটে যেন না হয় প্রকাশ। গোপনে রাখিলে ভাব ভাব পাবে কত। হইবে উচ্চারিলে [illegible] [illegible] ।। [illegible]

দুর্গা নিশ্চয় মোক্ষলাভ পাবে। এবং নাহি কর যত্ন সকার মুক্ত হবে॥

সারতত্ত্ব।

[illegible] পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহ [illegible] রথ। [illegible] চক্রেতে গতি অতি মনোরথ॥ অশ্বরূপ ষড়রিপু রথের যোগান। মনো রূপ সারথির হাতে লাহিযান॥ সর্ব্বদা অবাধ্য বাধ্য কভু না হয়। আপন মতে নানা পথে রয়॥ সারথি অতি অল্প শক্তি কি করিতে পারে। যে ষড়রিপু রবে অপার সংসারে॥ [illegible] অতিভ্রমে ভ্রম মাত্র সার। [illegible] গতি ভাবিয়া অসার [illegible] দণ্ড হতে [illegible] গমন। [illegible] [illegible] [illegible] হবে॥ তখন তথায় বল কি দিবে উত্তর। [illegible] ক্রমদিগে যাবে পরস্পর॥ অতএব [illegible] দিয়া শুন ওরে মন। সতত তাহার [illegible] [illegible]॥ নহে পক্ষ বিপক্ষ [illegible] [illegible]। [illegible] দায় করে [illegible]॥

লঘুত্রিপদী । পরমাত্মাজ্ঞানঃ আছে দীপ্তি
মানঃ দেহরূপ রথোপরে । তাঁহারে স্মরণঃ কর
ওরে মনঃ সদা আকিঞ্চন করে ॥ জ্ঞানের প্রভাব
কালে প্রাদুর্ভাবঃ স্বভাবতঃ পাশরোষে । নিগূঢ়
স্বভাবঃ করিবে অভাবঃ মহাতঃ ন ভাবহে রে ॥
স রথির মনঃ যদি অনুক্ষণঃ রাখ প্রীতি । হিত
করে । তাহাতে দুর্ঘটঃ নাহয় সঙ্কটঃ উৎকট ব্যা
কেবা করে ॥ হইলে অবাধ্যঃ সহজে অসাধ্যঃ
প্রসিদ্ধ হইতে নারে । সেই জ্ঞানামৃতঃ হওনি
বিস্মৃতঃ সমাদৃত কর তারে ॥ মহাজ্ঞান দীপ্ত
করিলে নিরূপ প্রতিক্ষণ দীপ্তি করে । কতশত বা
সং বিপক্ষের পক্ষঃ প্রত্যক্ষ যাহারে তরে ॥
ইন্দ্রিয় দমনঃ রবে অনুক্ষণঃ শুন মনঃ কহি
তোরে । বশ রিপু হয়ঃ বর্জিত নিশ্চয়ঃ হইয়া
রহিবে পরে ॥ শুভ্র হাস্যয়ঃ ঘুচিবে সংশয়ঃ
কালভয় যাবে দূরে । কালে কালাগতেঃ নাহবে
ভাবিতেঃ এড়াবে কালের করে ॥

...স্থার। অজ্ঞান তিমিরাবৃত হয়ে অবিরত। দুরাচার মনঃ আর ভূমিবিরে কত॥ আরকিবা দেখ দিবা অবসান হ০। প্রচণ্ড কালের দণ্ড ঘুরাইয়া এ০॥ কাল অন্তে সে কৃতান্তে কিসে দিবে ফাঁকি। এসময় মনে ভয় হয় নারে তাকি প্রবৃত্তিরে নিবৃত্তিরে করে একবার। স্থিরান্তরে এসংসারে দেখ কেবাকার॥ সকলি অনিত্য নিত্য কিছু মাত্র নাই। দিব্যজ্ঞানে দেখে শুদ্ধ ... হবে ভাই॥ অতএব ভেবে চিত্তে চিন্তা কর দূর। চিন্তেপার তত্ত্ব পাবে চিন্তামণিপুর ... ভ্রান্তিরে করহ শান্তি ভ্রান্তি হবে লয়। নতবা অশেষ ক্লেশ জানিবে নিশ্চয়॥ অচিন্ত্য অব্যক্ত যিনি অনন্ত অচ্যুত। তাঁর কর্ম্মকাণ্ড মধ্য সকলি অদ্ভুত পদহীন তথাপি সর্ব্বত্র গতাগতি। অংশে শুনিতে পান অসম্ভব অতি॥ চক্ষু আদি শূন্য ... হস্তে চিহ্ন পাই। বিশ্বমধ্যে তথাপি অদৃশ্য কিছু নাই॥ কটাক্ষেতে কোটী২ বিবিধ ... ...। ইচ্ছায় হয় পুন ব্যক্ত চরাচর॥ নিরাধারা

থর থর কাঁপে সর্ব্ব কলেবর। ত্রিসংসারে শত ব্য
বিধ্য বিদ্য সারাৎসার॥ বুদ্ধির অগম্য অন্ত
অনন্ত নিশ্চয়। চেষ্টা কর মনঃ যাতে তুষ্ট
হবে নাঃ॥

মহৌষধি।

পাপার। দোষ হইতে দেহে পাপরূপ ব্যাধি
বিধি তাহে হরিনামামৃত মহৌষধি॥ ভক্তি
রূপ অনুপান মিশাইয়া তায়। দৃঢ়রূপে এক
বার যদি কেহ খায়॥ সে দেহে সে ব্যাধি না
থাকে অধিকার। অতএব ঔষধি অতি চমৎ
কার॥ দ্রব্য গুণে দোষে অন্য ভিষজের গুণ।
ইহার করিতে ব্যাখ্যা কে আছে নিপুণ॥
স্পর্শমাত্র পাপের দর্পের শুদ্ধি হয়। সর্ব্ব
ব্যাধি বিনাশন গভীরে নিশ্চয়॥ অবলে মৃত্যু
রে জরা কেবা মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের কভু যাতে
নিকটে নারয়॥ মৃত্যুকালে কভি মুখে কৃষ্ণ
নিজ নাম। অচিরে বৈকুণ্ঠধামে তাহা। ...
শান্ত॥ কথায় প্রত্যয় যদি নাহি হয় বা...

প্রত্যক্ষে পরিক্ষা লহ করিয়া ভক্ষণ।। কিঞ্চিৎ পাইয়া মর্ম্ম কহিলাম সার। ইহা ভিন্ন অন্যে পায় নাহি কিছু আর।। বিশেষ বিস্তার তার চমৎকার অতি। সংগোপনে পার্ব্বতীরে কন পশুপতি।। যথা।

হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

জ্ঞানবাক্য।

ত্রিপদী। শুনহ মন আমারঃ অসার এই সংসারঃ সুসার ভাবহ অকারণ। পুরাইতে মন আশঃ ধনকর অভিলাষঃ সেই ধনে কোন প্রয়োজন।। নিঃধনের ধন যাহঃ সদা চিন্তাকর তাহাঃ দুঃখ যাহে হয় বিমোচন। কেবল কালের [illegible] ভ্রমিতেছ রঙ্গরসেঃ অনুক্ষণ ডাকিছে শমন।। [illegible] নিবারণ না [illegible] অবিরাম আ[illegible] রাম সাপক্ষ হইবে। আত্ম তত্ত্ব কর গানঃ পাই[illegible]ব পরমজ্ঞানঃ স্বীয়ধামে অনাশে যাইবে তেবে দেখ [illegible]ন আমারঃ তুমি কার কে তোমার

ইহা কিছু বুঝিতে নারিলে। সম্বন্ধ জীবনাবধি যথা তথা এই বিধিঃ মায়া মোহে সকল ভুলিলে হয়েছে সবল দেহঃ করিলে উত্তম গেহঃ আনন্দে রহিলে মন বাসি। নাবহিবে চিরদিনঃ প্রাণ হইলে কালঃ একেঃ সব যাবে নাশি॥ মারিয়া দ্বারেতে কিলঃ ভাঙ্গিবে দ্বারের খিলঃ কপাট করিবে চুরমার। ছদ্মবেশে ছলকরিঃ ক্রমে সব লবে হরিঃ ছত্র শেষে হবে ছারখার॥ নিগূঢ় বন্ধন করিঃ লয়ে যাবে কেশে ধরিঃ তখন দোহাই দিবে কার। তাই বন্ধু আদি সবে তখন কোথায় রবেঃ ফিরে না দেখিবে একবার॥ এহেন অমূল্য দেহঃ দেখি না দেখিবে কেহঃ শ্মশানে পাঠায়ে সৎকরিবে। আপন মঙ্গল চাবেঃ হরি স্মরি গৃহে যাবেঃ বন্ধুগণ প্রফুল্ল উৎসবে॥ পক্ষেপক্ষে শিবাহবেঃ রিপুগণ পলাইবেঃ সোনার অঙ্গ হবে ভস্মরাশি। তিলেক ভাবনা মনেঃ দিন যায় অকারণেঃ আনন্দে ভাসিছ হাসি হাসি॥

চতুষ্পদীছন্দ। শুনহ মন আমারঃ কেন হও দূরাচারঃ হয় অসার সংসারঃ ভেবে দেখ এই। রীত দেখ ভাই বন্ধুঃ সকলি সুখের সিন্ধুঃ পাইলে দুঃখের বিন্দুঃ কটু কহে সেই॥ যারে বল সহোদর সে করে ধনে আদরঃ নাহি কেহ পরাপরঃ সবে বশ ধনে। ধনেতে বলয়ে ভালঃ সেত তব নহে ভালঃ ঐহিকে ধনসম্বলঃ জানে সর্ব্বজনে॥ ঐহিকে সুখ কারণঃ ধন চিন্তা অনুক্ষণঃ ত্যজিয়া অমূল্য ধনঃ কাঁচেতে যতন। শুনরে অবোধ মনঃ চিন্তা কর অনুক্ষণঃ পাইবে অমূল্য ধনঃ ভাবহ সেজন॥ তিনি সকলের সারঃ তেঁহ বিনে নাহি আরঃ যদি ভবে হবে পারঃ ভাব শ্রীচরণ। অনিত্য বিষয় ত্যজঃ গুরু পাদপদ্ম স্মর সদা ইষ্টদেব ভজঃ নিষ্ঠাকরি মন॥ যে জন্য সংসারে আসাঃ নাপুরিল সেই আশাঃ অসারেতে হলো আশাঃ আশা নিবারণ। আশায় আসিয়া ভবেঃ মিছে কেন মর ভেবেঃ সদা চিন্তা কর ভবেঃ ভব নিবারণ॥ ভবেশ ভবানী বাণীঃ

এইক্ষ ভবাদী দানীঃ বেদে ব্যক্ত শূলপানিঃ করিলী সকল । তাহ না ভাবিয়া মনেঃ সদা রহ অন্যমনেঃ আছ ধন উপাৰ্জ্জনেঃ হইয়া বিফল ।। অনিত্য ভাবিয়া নিত্যঃ পরিহরি, সত্য তত্ত্ব নাজানিলে কি যথার্থঃ ভুলিলে বিষয়ে । পাইয়া সংসার সুখঃ দেখিয়া কামিনী মুখঃ হারালে নির্ব্বান সুখঃ বলকি আশয়ে ।।

দ্বিতীয় ।

পয়ার । শুন বলি মন যথার্থ পথ ধর । ধনোপাৰ্জ্জনে আশা সদা ত্যাগ কর ।। ধন চিন্তা পরিহরি বিরাগ কর মন । তবেত তোমার কার্য্য হইবে সাধন ।। অনিত্য ধনেতে নিত্য জ্ঞান কর কেন । এধনেতে সুখ তব নহে কদাচন ।। যদিবল পুত্র কন্যা জন্য ধন চাই । সে তব নাসক্তি মাত্র অন্য কিছু নাই ।। ভাই বন্ধু আদি যত তনয়াতনয় । আপনং বল কেহ কার নয় ।। তুমি ভাব মন হয় সকলি আমার । নয়ন মুদিয়া দেখ দেখি একবার ।। ধন আর

যৌবন এস্থিতি অল্পক্ষণ। ঈ- গর্ব্ব কর বল কি কারণ॥ মনে ভেবে দেখ মন রবি অস্তাচল তপন তনয় ক্রমে হতেছে প্রবল॥ পুত্র দারা পরিজন কে কোথা রহিবে। যখন শমন আসি কেশেতে ধরিবে॥ শ্মশানে তোমার অঙ্গ ভস্ম রাশি হবে। তাহা দেখি মিত্রগণ দূরেতে পলাবে॥ অতএব শুন মন আমার বচন। বিরলে বসিয়া ভাব সত্য নিরঞ্জন॥

তৃতীয়।

রূপদী। মনেহ ভাবি তাইঃ শিশুবধে কেহ নাইঃ পরমার্থ তত্ত্ব বৃত্ত বিনে। সে পথে দিয়াছ কাঁটঃ অবিদ্যা লইয়া খাটঃ মহাবিদ্যা নিন্দিলা কেমনে॥ হায় মূঢ় মনঃ ধনমদে অন্ধঃ মত্ত হয়ে তত্ত্ব হারালিরে। আগে পিছু না চাহিলিঃ মায়াকূপে মগ্ন হলিঃ পারাবার নাহি ভাবিলিরে॥ পরিবার বারহ, ভরণ পোষণ তার ার বলি করিতে লাগিলি। জানত সংসার সে.., কুথে কেহ নহে কার, বারহ এক

করিলি ॥ [illegible]ল কোনসুখ, দেখিয়া পুত্রের মুখ, সুখানন্দে আমোদে ডুবিলি। পুরাণাদি বেদে যুক্ত, পুত্র দ্বারা, মনুষ্য মুক্ত হইয়ে বন্ধনে রহিলি ॥ বিশেষ জানহ শেষ, নাহিক সুখের লেশ, ক্লেশ কেবল পরিবার। তুমিত ভাব আপনার বল কেবা হয় কার অসার সংসার জানিবার ॥ পরমার্থ তত্ত্ববর্ত্ত, তাহাতে হয়ে নিবর্ত্ত মুক্তিপথ করিলে বারণ। হায়রে মন আমার ভাবিয়া সংসারাসার, সারা হলে শরীর পতন। মানানিলে গুরুবাক্য, অসার করিয়া লক্ষ, ভক্ষণ করহ নিজ আয়ু। মনেতে কি জাননাই, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, হংসরূপে ক্ষয় হয় বায়ু ॥ [illegible], শুনমন সর্ব্বক্ষণ, এই যুক্তি করযদি সার। ঘুচিবে শমন ভয়, রিপুগণ হবে ক্ষয়, [illegible] যদ্যপি লহ তাঁর ॥

চতুর্থ।

পয়ার। জীবনং বিন্দু স্থিতি অল্পায়ু। শিবং দারা শত্রুবর অনুক্ষণ ॥ বন্ধুং সতী

ণ্য পত্রের জীবন। তরাং ক হারা যারা কুভাজন॥ রসনা রস না পায় অন্যরসে খায়। নিরঞ্জনে নিরঞ্জন নয়ন না চায়॥ মন মনোদ্ভব রূপে সদা অভিলাষী। আত্মা আত্মারাম সঙ্গে না হয় বিলাসী॥ প্রয়োজনে প্রয়জন রাখে সর্ব্ব জন। সর্ব্বজীবে সর্ব্বজন নাকরে যতন॥ ভাব ২ সত্য ভবানীর পদ। ভবে ভবে ভেবে সবে হবে নিরাপদ॥ ভাবিং ধর্ম্ম কর্ম্মে করে ফের ফার সেফেরে সে ফেরে নাকো হৃদে কালীযার॥ অভয় অভয়া পদ সার কর মন। বিপদ বিপদ ভয়ে করিবে গমন॥ রহ অহ মুহ কেন অনিত্য বিষয়ে। বিষয় বিষয়ে মন আছ কি আশয়ে আশয়ে আশয়ে মাত্র আনা বারবার। বার২ ত আর আশা কর আর॥ আর আর বার বার বাক্য নাহি মানে। মনেং ভাবি দেখ আছিলে কেমনে॥ কেমনে আছিলে মন না হয় স্মরণ। স্মরণ করহ সেই অভয় চরণ॥ অভয় চরণ সত্য অপারের পার। পার হই

বারে তরি শুন ন কয় সার॥ সার পথ চিন্তা
কর ঘুচাও অসার। অসার ভব জলধি নাহি
পারাবার॥ পারাবার করিবারে গুরু কর্ণধার
কর্ণধার বিনে তরি কে বল তরায়। ত্বরায়
হইবে পার তাঁহার কৃপায়॥ কৃপায় নিশ্চয়
পায় শ্রীচরণে স্থান। স্থান মাত্র আছে সেই
করিতে প্রস্থান॥ প্রস্থান করিতে যদি ইচ্ছা
কর মন। মনোনীত আছে পাবে আনন্দ ভুবন
ভুবন এবন সত্য সাধুর বচন। বচন কিবল
সত্য গুরুর স্মরণ॥ স্মরণ করিয়া মনে দেখ
ক্ষণে ক্ষণ। ক্ষণ মাত্রে জয়ি হবে তপন নন্দন
নন্দন নন্দন করি হারালে সময়। সময় নাহিক
আর দিন দিন যায়॥ যায়২ দিন যায় ক্রমে
বল হীন। হীন হইয়াছ মন পূজন বিহীন
বিহীন পূজনে সত্য দেখিবে শমন। শমন
বারণ কর ভাব শ্রীচরণ॥

পাঞ্চম।

দীর্ঘ পয়ার। যদি যাবে ভব পারে২। পার হইবারে আছে এক কর্ণধার॥ দেখ তেঁহ বিনে আরে২। আর কার ভার আছে করিবারে পার॥ ভাব সত্য নিরঞ্জনে২। জ্ঞানাঞ্জনে তুষ্ট কর যুগল নয়ন॥ দেখ নয়নের তারা২। বিফল ভাবিছে তাঁরা না দেখিয়ে তারা॥ তারা তত্ত্ব করে তারা২। তারা মাত্র আছে সদা দেখিবারে তারা॥ সে তার শিব ময়২। শিব হীন তারা কেন দেখ সমুদয়॥ ভাব অহিকের সুখ২। এ সুখেতে বিমুখ দেখ দপণেতে মুখ॥ ভাব সংসার সুসার২। কি সুসার করিয়াছ কি করেছ সার॥ এই অসার সংসারে২। ভাই বন্ধু আদি করি যত কেবা কার॥ এসি ভেবে দেখ মনে২। কোথা এলে কোথা ছিলে বলহ কেমনে॥ যদি সাহস্য সুরণে২। মধু বাক্য দিব্য চক্ষে কর দরশন॥ আর দেখহ বিশেষ২। শ্মশানে গমন কালে ধরে কোন বেশ॥ দেখ অপূর্ব্ব

এ দেহ২। মাটির গাছ মাটি হয় নাহি দেখে
কেহ॥ তখন কার পরিবার২। দেখিয়া শুখাচ্চ
মনেতে কর বিচার॥ কেবল মায়ার বন্ধ২। মন
রাখি হারালে মন অন্ধ। বলে॥ মদ মদেতে
ভাবনা২। ভাবনা মনে সত্য শ্রীপদ ভাবনা।
হরি২ স্মরিবেন কাজ২। কাজ কাজহরা সত্য
আছে চিরকাল॥ কাল কালহরা কালী২।
কালী কালী হরা সত্য নাম আছে বাকী॥
তার বিরহে বসিয়া২। চিন্তামণি সঙ্গে রঙ্গে
মূলাধারে গিয়া॥ জেনে কুণ্ডলিনী সহ২। মনা
নন্দে ষড়ঙ্গে ভ্রমণ করহ॥ যাবে দূরে মন
সন্তাপ২। তন্ত্র কর মুক্তি করি বাম পার্শ্বে পাপ
পুনঃ কর২ সৃজন২। তুমি ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা।
ভেবে দেখ মনঃ॥ তুমি এসব অর্থের [illegible]
দ্বারা বদ্ধ আছ রঙ্গে বিষয়ে মজিয়া॥ বাসি
[illegible] সচেতন২। যা কর তা কর কিন্তু ভেবে দেখ
মনঃ॥ তাহে সত্য এই হবে২। দিনেশ জনয়
ক্লেশ লেশ না হইবে॥ আর দেখ যত কিছু২

ধূর্ত্তাতে মন্ত্রণা জানো তত্ত্ব মাঝে থাকিয়া দেখ শুনিয়া মনরে। কোথাকার অধিকার কার ধন জন॥ তুমি যাচিয়া বিষয়েরে। কিছু নাকরিলে তত্ত্ব অনিত্য ভাবিয়ে॥ আছ কি আনন্দে মনরে। দিনে গতো দিন প্রবল শমন॥ কর উপায় যাহয়রে। দেখ যেন শেষ কিছু কৌশল নাহি হয়॥ মন ভবে কি করিলেরে। ভেবেরে ভোলা মন তয় না ভাবিলে॥ কর তম নিবারণরে। অভয় চরণাম্বুজে মগ্ন হও মন॥

রাগ।

চতুষ্পদী ছন্দ। ক্রমেতে প্রবল কলিং কণ্টক অধর্ম্ম কলিঃ তাহে সদা মন ললিঃ ধায়রে ধায়রে। মোহরূপা তাহে পঙ্কঃ তাহাতে লাগিবে ধক্ক মনে নাকরিলে সন্ধঃ হায়রে হায়রে॥ তাহে পাপ মকরন্দঃ ভক্ষণে হইবে মন্দঃ কোথা রবে সদানন্দঃ দেখরে দেখরে। মনদিয়া শুন মনঃ কেন হও উচাটনঃ আমার বচন মনঃ রাখরে রাখরে॥ বিশ্বাস করনা মনেঃ সংসার কেতুকী

যত্নেঃ বিরলেতে জ্ঞানিগণেঃ সুধার সুধারে। তাহাতে নাহিক সুধাঃ না ভাবিলে কোন সুখ যে কেবল নাম সুধাঃ ধাঁধার ধাঁধারে॥ মায়া মুগ্ধে মজি মনঃ ভ্রম কেন অনুক্ষণঃ হীরা ফেলে অমূল্য ধনঃ হায়র হায়রে। সহায় সম্বল হীনঃ আসুখে দিবসঃ মিথ্যা কর্ম্মে রাত্রি দিনঃ যায়র যায়রে॥ বিষম এ ভবার্ণবঃ ইথে শবাকার যাঁর. যতেক আছয়ে সবঃ বৃথার বৃথারে। হৃদয় স্থির মত্ত তত্ত্বঃ তত্ত্বে সদা কর তত্ত্বঃ পাইবে পরম তত্ত্বঃ সত্যর সত্যরে॥ যদি ইচ্ছা হয় মনঃ বিরলে চলরে মনঃ সুধা করিতে ভক্ষণঃ পাবের পাবেরে। হৃদয় কমলোদরেঃ চিন্তামণি সমে করেঃ অশেষঃ আনন্দ ভরেঃ রবের রবেরে॥

সপ্তম।

ত্রিপদী। কেন আর অনিবারঃ মান ভাবিয়া সারঃ আমারর করি মরিছ। কেতোমার তুমি কারঃ ভেবে দেখ একবারঃ কার কর্ম্ম তুমি করিছ॥ পুত্র দারা আদি যারঃ সংসারে

অনিবার্য্যঃ এ দুঃখ কত আর ডুবিছ। বিষয় মদেতে মত্তঃ হারাইয়া সত্য তত্ত্বঃ যথার্থ যে গুরুদত্ত দূরিছ॥ আত্ম তত্ত্ব পাসরিয়াঃ অনিত্য বস্তুর নিয়ঃ যন্ত্রণে বসে সদা হাসিছ। রমণী বাক্যের ছলঃ শুনি জ্ঞান খোয়াইঃ আপন দমন বল নাশিছ॥ সংসার কালের ফান্দিঃ জ্বালে তুমি আছ বান্ধিঃ শক্তি বল কিবা তার করিছ। রমণী পায়ের বেড়িঃ ছেদিয়া সংসার দড়িঃ তুমিত নড়িতে নাহি পারিছ॥ এক্ষণ জু আছে যারঃ অনর্থের মূল তারে তারা তারা মুদিলে। তারা তত্ত্বে রাখ তারাঃ তারা তারে পাবে তারাঃ তারা রবে বিরলে॥

অষ্টম।

সিন্ধু তীরে নিরঞ্জন আমার। নিদ্রাসঙ্গে করি শয়ন হবে আবার॥ শিব শঙ্কর সুন্দর সনে সুখে। দুঃখ হর সুরেশ শাসন হর॥ এক দুঃখ রাশি প্রসাদাৎ নাশে। পাপে অসারাশি জরা জীবন দানে॥ দানে দুঃখ হর হর তত্ত্ব

যোগে । জ্ঞানে মুক্তি শিবোক্তি মুক্তি বিধানে ॥
বিধানেতে মতি অতি ব্রহ্ম ধ্যানে । ধ্যানেমগ্ন
হও থাকি নিত্য স্থানে ॥ নিত্য স্থানে নিত্যা
নন্দ রূপ ভাব । ভাব সত্য নিরঞ্জনে সত্যভাব
ভাব ভিন্নাকারে মনঃ অন্য আর । আর নিরা
কার ভাব ভাব তাঁরে ॥ তাঁর নন্দ চারু চরণ
কমলে । কমলে শীতান্ত হৃদি পদ্ম দলে ॥ দলে
বর্ণ স্থলে আছ বর্ণ মরি । মরি দুঃখেরে নিস্তর
সর্ব্ব জয়ি ॥ জয়ি ত্রিলোক ত্রিপুরে যশ্য নামে
নামে ভর করি চল ধীর ধামে ॥ ধামে ধন্য
হও মন অন্য হরি । হরি ভিন্ন নহে ভাব ঐক্য
করি ॥ করি মত্ত মনঃ রাখ তত্ত্বে ধরি । ধরি
রাখ সুখে মনে মুক্তি সূর্ব্ব ॥ সূর্ব্ব বারে আত্ম
কুল ধ্বংস হবে । হবে দিব্য জ্ঞান সদানন্দে সদা
নন্দে তবে কেন মন করি ভাবে । ভাবে ভাবহ
ভাবি সেভাব পাবে । পাবে চিদানন্দ এহি
চিন্তা কর । কর উপায় নিদেশ হীন পর ॥

আনন্দ এবং উল্লাস।

অন্তঃকরণের অন্যান্য ভাববোধক শব্দের ন্যায় আনন্দ এবং উল্লাস এই উভয় শব্দও সহজে অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু তাহারদিগকে স্বতন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অতিশয় কঠিনতা বোধ হয়। কথিত শব্দদ্বয় অন্তঃকরণের সুরম্য ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে আনন্দ জীবনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ি এবং তৃপ্তিজনক, কিন্তু উল্লাস ক্ষণিক এবং চিত্তের বৈকল্যকারি, যেরূপ বিদ্যুতের আভা নিমেষ মাত্র প্রকাশিত থাকিয়া মেঘমধ্যে বিলুপ্ত হয় সেইরূপ উল্লাস এক সময়ে অত্যন্ত পুলকের হেতু হইয়া পরক্ষণেই অন্তঃকরণকে বিমর্ষ করে, কিন্তু আনন্দ মনুষ্যকে স্থৈর্য্যপথে স্থাপন পূর্ব্বক চন্দ্রের কোমল জ্যোতির ন্যায় চির প্রফুল্লতা প্রদান করিতে থাকে।

উল্লাসের উচ্চৈঃশব্দ এবং বিকট [illegible] লীন মনোমধ্যে বিবেচনার প্রবলতা থাকেনা কিন্তু আনন্দ আপনার শান্তস্বভাব [illegible]

...দি মানসিক কার্য্যের পশ্চাতেং গমন করিয়া তাহারদের উৎকৃষ্টতা জন্মায়, এবং হৃদয়কে বিরক্তি ও অধৈর্য্য প্রভৃতি মলিনতা হইতে মুক্ত রাখে। এই প্রকার নানা কারণ দৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাসঅপেক্ষা আনন্দকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করি।

যেরূপ শিশুগণ আপন আনন্দের কারণ না জানিয়া কখনং হাস্য দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করে এবং তাহার তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া বাক্য উচ্চারণে উৎসুক হয়, সেইরূপ আনন্দযুক্ত ব্যক্তির সংসর্গে আমারদিগের মন এক আশ্চর্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ও নিজ আহ্লাদের হেতু অনুভব না করিয়াও অনায়াসে আনন্দ নীরে অবগাহন করে, এবং প্রশংসা ও প্রণয়কে সঙ্গে করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হয়। যেরূপ এক চন্দ্রের কিরণ দ্বারা কি পর্ব্বত কি নগর কি বন সমুদয় শোভাযুক্ত হয়, সেইরূপ সমাজস্থ এক জন সদানন্দ ব্যক্তি কর্ত্তৃক

দর্শাগুজন্য সকল লোক আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। ফলতঃ যদিও মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বটে তথাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে যে যাঁহারা সুবিদ্বান এবং পুণ্যশীল তাঁহারদিগের অধিক লোক আনন্দ স্বভাববিশিষ্ট। কোনং ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা না করিয়াও স্বভাবতঃ আনন্দিত রহেন কিন্তু বিদ্যা সেই স্বভাবকে মার্জ্জিত করিয়া ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিতে থাকে এবং তাহার উন্নতি জন্য নানা প্রকার উপায় করে। বিষয়বিশেষে এই আনন্দ বহুবিধ ভাব ধারণ করে তাহার মধ্যে দ্বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট আমারদিগের চিত্তকে নিয়তই আহ্বান করিতেছে।

প্রথমতঃ পরমেশ্বর যে অসংখ্য অনন্ত বস্তুকে অলঙ্কারে এই বিশ্বকে শোভিত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ মাত্রেই আমারদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় আনন্দ এবং প্রেমের সহিত সৃষ্টিজনকের প্রতি উড্ডীয়মান হয়। যে সূর্য্য জগতের প্রাণস্বরূপ হইয়া প্রতি দিন উত্তাপ এবং

আলোক বিতরণ পূর্ব্বক সমুদয় প্রকোষ্ঠায় ও সে সর্বপ্রকার দ্রব্যের উৎপত্তি করিতেছে, যে সকল বৃক্ষ লতা তৃণ পুষ্প ফল পর্ব্বত গহ্বর নদ নদী সমুদ্র ও দ্বীপ প্রভৃতি বস্তু পরম্পরা যুক্তির দ্বারা চারিদিকে শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং যে সকল বিচিত্র কান্তিযুক্ত বর্ণপক্ষ এবং সুস্বর বিশিষ্ট পক্ষী স্বর সৌন্দর্য্য ও মধুর ধ্বনি দ্বারা কানন এবং উদ্যান পরিপূর্ণ করিয়া মনুষ্যের মনোহরণ করিতেছে তাহারা আনন্দ যুক্ত ব্যক্তির প্রতি অকাতরে আনন্দ প্রদান করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত সন্ধ্যাকালে যখন কোটিং দীপশিখা আকাশ মণ্ডলে প্রজ্বলিত হয়, প্রভাত সময়ে সূর্য্য লোহিত বস্ত্র পরিধান করিয়া কোমল ভাবে প্রাণিগণকে কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করেন, পূর্ণিমার রজনীতে যখন বিশ্ব এক অতুল্য সুখময় বস্তু হইয়া বায়ুর হিল্লোল ছলে ক্লেশকে আপন ক্রোড় হইতে দূরীকৃত করেন এবং বসন্তাদি সমস্ত ঋতুযোগ

যখন পৃথিবী কখনা তীত আশ্চর্য্য যোগ ধারণ পূর্ব্বক দিবা নিশা কেবল গান্য করিতে থাকেন তখন অথাৎ এই সকল কালে কোন ব্যক্তি প্রতিপদে আনন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ভূমিতে একবার মাত্র পাদ বিক্ষেপ করিতে পারেন।

পরন্তু যখন আমরা স্থিরস্বরূপ হইয়া বিবেচনা করি যে কেবল এক আকর্ষণ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি স্ব২ স্থানে বদ্ধ থাকিয়া দিবা রাত্রি প্রাতঃ সন্ধ্যা শিশির বসন্তাদি ঋতুর সৃষ্টি ও অন্য২ নানা প্রকার জগতের উপকার করিতেছে কেবল কতিপয় কিরণের গুণে শ্বেত কৃষ্ণ লোহিত পীতাদি সমুদয় বর্ণ বিশ্বকে এপ্রকার আশ্চর্য্য রূপে ভূষিত করিতেছে এবং সেই অল্প কিরণের অভাবে দ্রব্যের রূপ অর্থাৎ বর্ণ কদাপি সম্ভবেনা। এই রূপ পরমেশ্বর অতি অল্প নিয়ম ও কৌশল দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অতি সহজে পালন করি

য়েছেন যখন বিবেচনা করি, যে পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দ্রব্যের প্রত্যেককে অত্যন্ত পরাক্রমশালী করিয়াও তাহাদিগের প্রতি সেরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যে তাহারা কদাপি আপন শক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্বক জগতের ও নষ্ট জন্মাইতে পারে না, যে ভয়ঙ্কর সমুদ্র পৃথিবীস্থ ভূমিখণ্ড অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ হইয়া সময়ের অতিশয় গর্জ্জনের সহিত তরঙ্গ সকলকে আকাশে বহন করিতে চেষ্টা করে, সেই সমুদ্র আবার অবনীর গোলাকৃতি এবং মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা এ প্রকারে বদ্ধ আছে যে কদাচ আপন পরিসর বহির্গত হইয়া মৃত্তিকাকে আক্রমণ করিতে পারে না; কখন যে দুর্জ্জয় অগ্নি একবার নিজ শরীরকে বিস্তার করিয়া সমুদয় দ্রব্য গ্রাস করিতে উদ্যত হয় পুনর্ব্বার সেই অগ্নি তাহার দেশমধ্যস্থ জলের দ্বারা অনায়াসে নির্ব্বাণ হইতেছে। সেই প্রকারে শক্তির সকল ভাগ পরস্পর সাপেক্ষ,

রহিয়া সাধারণ মঙ্গল উৎপত্তি করিতেছে। যখন আরো বিবেচনা করি যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রয়োজনীয় এবং সুখ জনক দ্রব্য দ্বারা এই সংসারকে পরিপূর্ণ করিয়া আমারদিগের কে প্রদান করিয়াছেন, এবং বিশ্ব মধ্যে এরূপ কোন বস্তুর অবস্থিতি নাই যে তাহার দ্বারা জীবের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার না দর্শে তখন অর্থাৎ এই সমুদয় অনুভব কালীন অন্তঃকরণ আশ্চর্য্য মিশ্রিত এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দকে স্পর্শ করে এবং প্রেম ও কৃতজ্ঞতা রসে দ্রব হইয়া পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের অনুরাগ ভাজন হয়।

দ্বিতীয়তঃ পুণ্যের চিন্তা দ্বারা মনোমধ্যে যে প্রকার প্রফুল্লতা হয়, তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইতেছি। মনুষ্যের এরূপ স্বভাব যে পরস্পর উপকারে যে সত্য বোধ করা তাহা বেতিরেকেও কোন সৎকর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ এক স্বর্গীয় আনন্দ আমারদিগের হৃদয়কে অধিকার করে। যখন

সৎ কর্ম্মের অনুশীলন না করি তৎপশ্চাৎ ভগবানের অনুভবের পশ্চাদগামী হইয়া সুখে অবস্থিত হয়, এপ্রযুক্ত ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কার্য্যকে ভাবনা করিয়া উপস্থিত সময়েই সুখি হইতে পারি। পূর্ব্বের নিষ্কলঙ্ক কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে সেই পরিশ্রমে ক্লেশ বোধ না হইয়া বরং গত আহ্লাদকে পুর্ব্বার আনয়ন করে এবং ভবিষ্যতে সেই রূপ কর্ম্মের নিমিত্তে (অবকাশকে আক্রমণ) করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়। পোপ নামক ইংলণ্ডীয় কবি কহেন যে "পুণ্যের আলোচনায় যে আনন্দ উৎপন্ন হয় সেই সুখই কেবল পৃথিবীর সুখ,। এস্থলে প্রফুল্লতা বা আনন্দের সহিত উল্লাসের বিলক্ষণ প্রভেদ জানিতেছি, যেহেতু উল্লাস প্রায় মদ্যপানাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও অন্য২ ইন্দ্রিয় সুখ এবং দুষ্কর্ম্মের সংসর্গী হয়, কিন্তু তদ্বিপরীতে আনন্দ শুদ্ধ পুণ্যের অনুগামী হইয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে বৃদ্ধি করে।

১ গীত।

রাগিনী ঝিঁঝিট

তাল যত।

তাহাতে গ্রথিত হয়ে আছে ত্রিভুবন ঃ
সূত্রে গ্রথিত যেমন থাকে মণিগণ ॥
রসরূপা জলে থাকেনঃ চন্দ্র সূর্য্য প্রভা যে ঃ
মনুষ্যে আত্মা করেনঃ সেই ব্রহ্ম সনাতন।
চতুর্ব্বেদের মধ্যেতেঃ স্থিতি প্রণব রূপেতেঃ
শব্দ রূপে গগণেতেঃ যাহার স্থাপন।
পর ব্রহ্ম পরমাত্মাঃ তিনি সর্ব্ব ময় কর্ত্তাঃ
সকল তাহারসত্ত্বাঃ সর্ব্বশাস্ত্রে নিরূপন ॥

২ গীত।

রাগিণী সাহেলা বাহার।

তাল আড়াঠেকা।

ফলত জগত মিথ্যা কিছুই নহে সত্য।
বেদান্ত মতে কহিছে এই নিরাপত্য ॥
তবে যে অদ্ভুত সৃষ্টিঃ দীপ্তমান হইলে দৃষ্টি
কেবল মরীচাকৃষ্টিঃ ময় পদার্থ।

প্রকৃত্রাণা নাহি হয়ঃ অন্য মিথ্যা ভক্ত সুরঃ
গাঁথা ক্রৈমে বৈধি হয়ঃ রক্ষিতে সপ্ত [illegible] গা।
জীবের ভ্রমাত্মক বুদ্ধিঃ জানি কবে ভক্তে শুচি
দেখে যত্তেক নির্বুদ্ধিঃ মানে কৃত কত্য॥ ২

৩ গীত।

রাগিণী কাফাড়া।

তাল একতালা।

অতীত এ সময় বলী কহিতেছ ভয়াময়।
দেখ দেখি কতক্ষণ স্থির হয়ে হে আমার মন॥
স্থিতি কর পূর্ব পরঃ এবে কার ছিল কার
কার হবে ইহার পরঃ শ্রীবিষ্ণু কর স্মরণ।
ও দেখি তোমার মায়াঃ কায়া সঙ্গে যেন ছায়া
ছাড়ি বার নহে কায়া [illegible] থাকিতে তব জীবন।
নহে আপনার দেহঃ বলিছ আমার গৃহঃ
কি আক্রম করিছে মোহঃ যেন নাগপাশে বন্ধন

ইতি পাদাপ[illegible] প্রবোধ [illegible] সমাপ্ত।

LIBRARY